ব্রাউনিং সঞ্চয়িকা



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
এম্, এ (ক্যাল্ ও ক্যাণ্টাব্), এ, আর, সি, এস্ (লণ্ডন্),
আই, ই, এস্ (রিটায়ার্ড)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের

উদ্দেশে

হে বিদেশী কবি তুমি দিলে চিন্তামণি,
আমারে স্বদেশী কবি দিল ছন্দ সুর।
আমি শুধু দুজনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি
মালিকায় গাঁথিলাম এই অপটুর
অকুশলী কম্প্রকরে শ্রদ্ধা নম্র মনে
নিবেদিনু বাঙলার কবির চরণে।

দুটি কথা

বিদেশী কবির লেখা যখন পড়ি, অজ্ঞাতসারে তর্জ্জমা করেই পড়ি। সে অনুবাদ কেবল ভাষার নয়, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির সাহায্যে আপনার মতো ক'রে নিয়েই আমরা উপভোগ করি। ব্রাউনিং পড়তে গিয়ে যে ভাব ও চিন্তা অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তাই মাতৃভাষার ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র।

মানুষের মতই কবিতারও বোধ করি একটা বহির্মূর্ত্তি ও আত্মিক রূপ আছে। কোনো কোনো কবিতার বিশেষ মাধুর্য্য তাদের ছন্দ-সৌষ্ঠবে। আবার কোনো কোনোটির বৈশিষ্ট্য তাদের ভাব-বৈদগ্ধ্যে। প্রত্যেক ভাল কবিতায় উভয়েরই একটা মিশ্রণ নিশ্চয় আছে। অন্তর্গূঢ় ভাব এবং তার বহিরঙ্গ যে ছন্দরূপ, এই দুইটির আপেক্ষিক গুরুত্বের অনুপাতে একটি কবিতা বিশেষরূপে ভাবাত্মক অথবা রূপাত্মক হয়ে ওঠে। মানুষের গভীরতম অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির যেমন একটা সার্ব্বজনীন দিক আছে, তেমনি তাদের একটা দেশকালের গণ্ডীবদ্ধ, সংস্কার-শাসিত, সঙ্কীর্ণ পার্থক্যও আছে। উভয়েরই প্রকাশ ও উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় ভাষা। ইংরাজি ছন্দের সঙ্গে বাঙলার ছন্দসুরের বড় একটা জ্ঞাতিত্ব নাই। সুতরাং অনুবাদ করবার সময় কবিতাটির বিলাতী কাঠামোর দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙলায় অনুকরণ করবার চেষ্টা করলে অন্তর্নিহিত ভাবটি আড়ষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। মূল কবিতায় ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সহজ সামঞ্জস্য আছে, তাদের সমষ্টিগত গুরুত্ব ও আবেগটিকে বাঙলাভাষায় কি রূপ দিতে পারলে ঠিক সংঘাতটি মনে লাগে এবং ঠিক সুরটি বাহির হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ছাড়া অনুবাদের আর কোনো গূঢ় সঙ্কেত আছে কি না জানি না। এই নিয়মটি মেনে নিয়ে যথাসম্ভব মূল কবিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কবির মর্ম্মোক্তি নিজের জবানীতে লেখবার চেষ্টা করেছি। লেখবার সময় যেখানে সম্ভব হয়েছে দেশীয় আবরণে বিদেশী কবিতাগুলির বেশভূষা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে দ্বিধামাত্র করিনি। কোনো কোনো অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দের অনুরণনে অনুসৃত হয়েছে। কোনোগুলিতে আবার সেই ছন্দ অবলম্বন করেছি, যাতে মনে হয়েছে হয়ত মূলের ধ্বনিটি ঠিক সুরে ফুটে উঠেছে। এইখানেই অনুবাদকের বক্তব্য শেষ হল শুধু এই ব'লে—"ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো।"

তারপর ব্রাউনিং সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রাউনিং বিশেষভাবে প্রেমের কবি। তাঁর প্রেমে সেই অগ্নি ও উত্তাপ আছে যাতে জড়দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের তারে তারে অতীন্দ্রিয় সুর বেজে ওঠে। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি জাগে,—অনির্দ্দিষ্ট অসীমকে খুঁজতে গিয়ে নয়, সসীমের রূপ নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে গিয়ে।

বৈজ্ঞানিক বলেন, কয়লা পৃথিবীর নিম্নতর মাটির ভীষণ চাপে হীরা হয়ে উঠেছে। তুলসীদাস বলেন—'তও কয়লা কি ময়লা ছোড়ে যব আগ্ করে পরবেশ।' অর্থাৎ কয়লার ময়লা যায় তখন, যখন তাতে আগুন ঢোকে, অঙ্গার বহ্নিদীপ্ত হয়। ব্রাউনিং-এর প্রেমে সেই আগুন আছে। তাঁর বজ্রমুষ্টির মাঝে অঙ্গারকণা হয় হীরক-খণ্ড, ক্ষণ হয় চিরন্তন, ভঙ্গুর হয় শাশ্বত।

দেশকালের সীমানা যে কবির কাছে লুপ্ত, তিনি বলেন ব্রাউনিং-এর মত—"সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।" কাছে শুধু একা, বিরহে সে চরাচরে। এই রকম কমা-সেমিকোলান্-বর্জ্জিত ব্যক্তির কাছে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কোনো খণ্ডতা নাই। যা ছিল, তা আছে, এবং নিত্যকাল থাকবে। প্রেমের এই অনুবীণ এবং দূরবীণ যার চোখে আঁটা, তার অভিধানে ব্যর্থতা, বিফলতা, নিরাশা প্রভৃতি বাক্যগুলির স্থান নাই। ইংরাজিতে যাকে বলে robust optimism, সেই বলিষ্ঠ আশাশীলতা ব্রাউনিংএর মজ্জাগত। প্রাণশক্তিহীন ভাবোচ্ছ্বাসবিগলিত পৌরুষবর্জ্জিত যারা, তাদের পক্ষে ব্রাউনিং-এর কবিতা মেধ্যও বৃষ্য।

ব্রাউনিংএর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণী প্রতিভা, চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য, দার্শনিক প্রবীণতা ও আধ্যাত্মিকতা সার্ব্বজনীন এবং বোধ করি বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সগোত্র। তাঁর বীরোচিত দেহতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা প্রাচী-দুর্লভ। এই উভয়ের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। ব্রাউনিংএর রচনা সহজপাঠ্য নয়। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাদের কাছে এক-জন শ্রেষ্ঠ কবির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার উৎসাহে তর্জ্জমাগুলি বহুদিন পরে প্রকাশিত করা গেল। অনূদিত কবিতাগুলি যদি কবির মৌলিক রচনার প্রতি তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহ'লে এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সূচী

অন্বেষণ

নাই, তুমি নাই।
এ ঘর ও ঘর শুধু আতি পাতি খুঁজিয়া বেড়াই।
এই গৃহে আছ তুমি জানে এ হৃদয়,
তাই তার অটুট প্রত্যয়
—পাবে তব দেখা!
ওই যে ঝলকি ওঠে অঞ্চলের সূক্ষ্ম প্রান্তরেখা
আরসির পরে;
কর যবে পলায়ন ক্ষিপ্র পদভরে,
দ্রুত সঞ্চালনে তব বসন ভূষণ
তোলে মৃদু গুঞ্জরণ,
ঠুং ঠাং খুস্ খাস চুড়ির সাড়ীর
কেশগন্ধ আনে বহি সন্ধানী সমীর,
ছিল যত ঝরা ফুল পুষ্পপাত্র ভরি'
তোমার হাওয়ায় তারা পুনরায় উঠিল মুঞ্জরি'।

বেলা যায় বৃথা অন্বেষণে,
দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে ফিরি শুধু চঞ্চল চরণে।
সুবিপুল এই গৃহে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াই,
হই ব্যর্থ, তবু ভাবি এইবার যদি দেখা পাই!
যেমনি ঢুকিনু কোনো ঘরে,
মনে হ'ল অমনি যে পালালে সত্বরে।
ধীরে ধীরে গোধূলি ঘনায়,
কত ঘর আছে বাকি! শূন্য মনে ফিরি পায় পায়।

Love in a Life.

অপরাজিত

আমারে এভাবে তুমি ভেবেছ কি মনে?
—কভু নয়, জেনো এ জীবনে।
যত দিন ভবে
আমি র'ব আমি, আর তুমি তুমি র'বে,
—আমার অনুসরণ, পলায়ন তোমার সতত,
তুমি বিমুখিনী নারী, প্রেমাকুল আমি অবিরত।
জাগে যে সংশয়,
এ জীবন বুঝি মোর পরমাদময়।
পরিপন্থী নিয়তি নিয়ত,
প্রাণপণ প্রযতন ব্যর্থতায় নিত্য পরিণত!

কী বা আসে যায়,
লভি যদি চিরব্যর্থতায়?
অক্লান্ত প্রয়াস আর দুর্নিবার অশ্রু সম্বরণ,
হাস্যমুখে তুচ্ছ করি চরণ স্খলন
দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া লক্ষ্য পানে,
চিরন্তন সন্ধান-প্রয়াণে
—এই বুঝি জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা?
তবু তুমি একবার হে আমার দূরপরাহতা
দেখো চেয়ে, কে চলেছে অন্ধকারে পথধূলি 'পরে
শুধু তোমা তরে!
পুরাতন আশা মোর লক্ষ্যহারা শর,
যেমনি লুটায় ধূলি'পর

আরবার ছুঁড়ি তারে সেই লক্ষ্যপানে,
নিরাশা কাহারে বলে প্রাণ নাহি জানে।
তোমা হতে দূরে আছি পড়ি',
ভেঙে চূরে আপনারে গড়ি।

Life in a Love.

দৃষ্টি

উচিত ছিল না তার সে চাহনি হানা মোর 'পরে,
না ছিল যাচনা যদি প্রাণে তার মোর প্রেম তরে !
পুরুষ (বলিতে চাও বল) কত আছে ত এমন,
সে যদি তাদের কাছে পরাণের সর্ব্ব-আবরণ
ঘুচাইত, ক্ষতিবৃদ্ধি তাহাদের হ'ত না ক তায় ;
সে ফেরুপালের সনে গণে নাই জানি সে আমায় ।
চৌদিকে ফিরায়ে আঁখি বাছিয়া নিল সে মোরে যবে,
অবাধে আঁখির ফাঁদে বাঁধিল সে আমারে নীরবে ।

কি বলিছ ? শুধু অকারণে মোরে বিঁধিল কেবল
দিঠি তার ? কি কহিব, নাহি মোর ভাষার সম্বল,
পারিব না বাখানিতে বক্ষে মোর হানিল কি বাণী
নয়ন-অশনি তার ক্ষণপ্রভা, এই শুধু জানি,
—নয় তাহা বাঁধা-বুলি, সিন্ধু যথা শূন্য সিকতায়
ঝিনুকের কুচিগুলি অবহেলে ছড়াইয়া যায় ;
সে দান নহে ত কভু প্রেমোচ্ছল আত্মনিবেদন,
সাগর চাহে না কিছু, তাই এ বদান্য বিতরণ ।

কি দুর্গতি আমাদের সে কথা জানেন অন্তর্য্যামী !
তবু অধঃপাতে মোরা একেবারে যাই নাই নামি ।
আসে শুভ ক্ষণগুলি, হোক্ তারা যতই বিরল,
তবু নিরুদ্দেশ নয়, কল্যাণকিরণে ঝলমল
অন্তরের গুপ্তধন ব্যক্ত করে । ধরা পড়ে চোখে
জীবনের সত্য মিথ্যা পাশাপাশি তাদের আলোকে ।

ছুটিতেছি কোন্ পথে অভ্রান্ত নির্দ্দেশে দেয় বলি,
—জয়শ্রীর বক্ষে, কিম্বা আপনার ধ্বংসমুখে চলি।

গভীর নিশীথ রাত্রে ফোটে হেন দামিনী স্ফুরণ,
কিম্বা দিবা দ্বিপ্রহরে ওঠে জ্বলি রুদ্র হুতাশন,
সে অনলে পুঞ্জীভূত যশোমান ভস্ম হ'য়ে যায়,
স্ফীতবক্ষ ঔদ্ধত্যের উচ্চশির ধূলায় লুটায়।
তারি মাঝে হয়ত বা অন্তরের ক্ষীণ ফল্গুধারা
শুধু বারেকের তরে যেমনি হয়েছে বন্ধহারা,
অমনি সে জীবনের স্পন্দহীন বালুকা-বিথারে
মৃতসঞ্জীবনীধারা ঢালি তারে চায় বাঁচাবারে।

সংশয় কর কি তুমি, যে মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে সে মোরে
বেঁধেছিল একটি মাত্র কটাক্ষের সুনিবিড় ডোরে,
অনুভব করেনি সে,—জনমে জনমে আত্মা তার
ধায় অভিসার-পথে, ইহলোকে থামিয়া আবার
ছুটিবে সে অন্তহীন সরণিতে ? শুধু এ ধরায়
থামিল সে, প্রেমপথে বাঞ্ছিতের দেখা যদি পায় ;
একমাত্র সত্যকার দোসরের সনে পরিচয়
লভে যদি, হবে না কি পরাণে পরাণে বিনিময় ?

তা যদি না হয় তবে জানি তার জনম বিফলে,
হারাবে সে নিত্যকাল যাহা সে হারাল এক পলে।
হয়ত রয়েছে সুখ ভাগ্যে তার—সুখ বল যদি
এ ধরার প্রতিপত্তি,—তবু সে হারাবে নিরবধি
শ্রেষ্ঠ ধন, সেই প্রেম, যার লাগি আসা অবনীতে।
সংশয় কি হয় তব, অনুভবে পারেনি জানিতে,

—যে নিমেষে চাহিল সে মোর পানে, অমনি দুজনে
ছুটিনি কি আঁখিপথে দোঁহারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে ?

সত্য বটে, পরক্ষণে পার্থিব প্রতিষ্ঠা অহঙ্কার
চিরতরে নিল মুছি সেই আলো নয়নে তাহার।
বুদ্ধিভ্রংশ হয় যা'তে শয়তান সে বিধান করে,
নতুবা যে এ ধরণী স্বর্গ হ'ত আমাদের তরে,
ভ্রমিতাম দুজনায় আনন্দের নন্দন-বিপিনে !
যে জন মঙ্গলবিধি বিধাতার নিতে পারে চিনে
তার অকল্যাণ তরে দুষমন্ সতত উদ্যত,
আক্রোশের যোগ্য পাত্র বুঝি আর নাই তার মত !

জানি সেই বিধিলিপি লিখিলেন যাহা অন্তর্য্যামী,
—সে আমারে হারায়েছে, তাহারে পেয়েছি তবু আমি।
তার প্রাণ মিশে গেছে প্রাণে মোর, পূর্ণ আমি তাই,
পরিপূর্ণ এ জীবনে কোনো খেদ কোনো দৈন্য নাই।
বাকী দিনগুলি শুধু প্রমাণ করিবে—দুজনার
কত শক্তি স্বাতন্ত্র্যে ও সম্মিলনে। যবে এ-ধরার
কোনো প্রয়োজন আর রহিবে না, লঘু পক্ষ ভরে
যাবে চলি চক্রবাক্ পরপারে প্রফুল্ল অন্তরে।

Christina.

অভিসার—প্রাচীন পুরীতে

তরল সন্ধ্যা-তিমির যেথায় হাসিয়া মিশিয়া যায়
দিগন্ত-পরিখায়,
পথিকবিহীন প্রান্তর পথে যেথা মেষপাল চলে
ঘণ্টা-মুখর গলে,
স্তিমিত আলোকে আধো ঘুমে যেন মন্থরগতি হয়,
চুমে তারা তৃণচয়,
—সেথায় একদা ছিল জনপদ হরষ-মুখর পুর
প্রসারিত বহুদূর।
কিংবদন্তীকীর্ত্তিত সেই রাজধানী ধূলিলীন !
সেথা বসি' একদিন
কত মন্ত্রণা সন্ধি সমর নৃপ অমাত্যসহ
করিতেন অহরহ।

আজি আর সেথা একটি শাখীও দেখিবেনা ত্রিসীমায়।
ঢালু পাহাড়ের গায়
নির্ঝরিণীরা এসেছে নামিয়া তন্বী রেখার ধারে
খণ্ডিত করিবারে
উপত্যকারে, শ্যামলাঞ্চলে ঢাকা বুকখানি যার।
সেই সব ঝরণার
এপারে ওপারে বিভক্ত ভূমি লভেছে পল্লীনাম,
ঝরণার কেশদাম

মিলিত ধারায় বেণী বিরচিয়া সাগরবাহিনী যেথা,
একদিন ছিল সেথা
বহ্নিদ্যুতি গম্বুজশোভী প্রাসাদ হর্ম্মদল
চুমি' অম্বরতল।
শতেক দুয়ারে রুদ্ধ প্রাচীর মর্ম্মরে বিরচিত
সে পুরীরে রক্ষিত।
আয়ত প্রাকার-শিখরে দ্বাদশ পদাতিক শ্রেণীবন্ধে
বিরচিত স্বচ্ছন্দে।

অতুলন হেন শ্যামসমারোহ কাশের সাগরপারা
ছিল নাক সীমাহারা।
এই নিদাঘের শষ্পসঘন কোমল গালিচাবৃত
রয়েছে যে কবরিত
উপলবহুল ধ্বংসাবশেষ ; অনুমানে শুধু জানি,
ছিল হেথা রাজধানী।
হেথা একদিন ছিল নরনারী আমাদেরি মত তারা
সুখে দুখে হ'ত সারা।
গরিমার মদে মত্ত হৃদয় আচার লাজের দাস
ছিল তারা বার মাস।
গৌরব আর সম্ভ্রম তারা কিনিত বেচিত ভবে
আজিকার মত সবে।

একটি মীনার এখনো দাঁড়ায়ে শূন্যে তুলিয়া শির,
ফেটে তবু চৌচির,
ফাটলে ফাটলে অশথ শিকড় বনফুল উঁকি মারে ;
পড়ে আছে একধারে

গুল্মাবরিত পাষাণভিত্তি, একদিন বুকে যার
বিপুল প্রাসাদ ভার
ধূর্জ্জটিসম সমাধিমগ্ন ছিল বসি যোগাসনে।
চক্র রেখাঙ্কনে
বলয়িত পথে অযুত সারথি ক্ষিপ্রগ রথোপরি
কক্ষবৃত্ত ধরি'
ভ্রমিত যখন ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে সে রাজগড়ের মাঠে,
রাজারাণী বসি' পাটে,
(সাথে পুরনারী পারিষদ্ যত) হেরিতেন কুতূহলী
রথ-ধূমকেতু-ধূলি।

জানি আমি এই তরলমধুর হাসিটি সাঁঝের মুখে
মিলাইবে যবে সুখে,
ঘণ্টা-রণিত মঞ্জুকণ্ঠে ওই মেষপাল যবে
গোঠে আশ্রয় ল'বে,
ধূসর সন্ধ্যাতিমিরে যখন নদীপাহাড়ের রেখা
আর নাহি যাবে দেখা,
সে শুভলগনে একটি তরুণী আকুল নয়ন তুলি',
শিথিল কবরী খুলি'
মীনার-শিখরে কম্প্রবক্ষে অধীর প্রতীক্ষায়
মোর পথপানে চায়।
সুদূর অতীতে ওই চূড়া হ'তে চালিত প্রবর্ত্তনা
নৃপ ও পুরাঙ্গনা,
ভরিত চিত্ত বীর রথিচয় রাজানুগ্রহকামী,
সেই পথে চলি আমি।

সেই বাতায়নে মৌনা তরুণী দাঁড়ায়ে রুদ্ধশ্বাসে,
মোর মিলনের আশে !

অতীত কালের নৃপতির চোখে জাগিত সৌধাবলি,
সে নয়ন কুতূহলী
হেরিত কেবল আশে-পাশে আর দূরদিগন্ত কোলে
গৌরব হিল্লোলে,
—মন্দিরচূড় গিরি তরঙ্গ, বিশাল প্রাসাদ রাজি,
স্যন্দনগজবাজি।
আজি আমি যবে অচিরে প্রিয়ার পঁহুছিব কাছে গিয়া,
কোনো কথা না বলিয়া
দাঁড়ায়ে র'বে সে নীরবে আমার কাঁধে শুধু হাত রাখি',
অনিমেষ দুটি আঁখি
মোরে দিবে আগে দিঠির নিগড়ে নিবিড় আলিঙ্গন,
তারপরে নিমগন
হ'ব দোঁহে মোরা মিলন-গহনে দৃষ্টি ও বাণীহীন,
পরাণে পরাণে লীন !

একটি বছরে অযুত সেনানী পাঠাল তাহারা রণে
মরণ আমন্ত্রণে।
অভ্রংলিহ বিজয়মঞ্চ সুবর্ণকিরীটিনী
রচিল যুদ্ধ জিনি।
সহস্র রথ অজস্র টাকা পুঁজি আছে হাতে তবু,
—বাধে রণ যদি কভু !
জানিনা বিধাতা কেমনে গড়িল মানবের এ হৃদয়
বহ্নি-তুষারময় !

যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত মোহকল্মষ কোলাহল
ধরার শ্যামাঞ্চল
দেয় বারবার যতনে আবরি', তুহিন-কবর মাঝে
সিদ্ধি গরিমা রাজে !
তাই মনে হয় জয় পরাজয় বহে মরণের ভার,
প্রণয় সারাৎসার।

Love Among the Ruins.

দুজনে

আমরা দুজনে হাতে হাত রাখি বসিনু ঘাসের পরে ;
দেহ ফেলি' পিছে আত্মা দোঁহার দখিনা পবন ভরে
ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন-পুরীর উদার আকাশ তলে
এই প্রভাতের মদিরোচ্ছল আলোকে ভাসিয়া চলে।
যে অনুভূতিতে হৃদয় আমার হ'ল আজি ভরপূর,
পরাণে তোমার জাগিছে কি সেই ভাবাবেশ সুমধুর ?

একটি ভাবনা বারবার যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগে,
উর্ণনাভের তন্তুজালের সুতা যেন মুখে লাগে।
সূত্রে সূত্রে সূক্ষ্মলিখনে পদাবলী তার লিখা,
কৌতুকভরে অবরোধ করে পথ'পরে সে জালিকা।
ছন্দ সুরের বুনানি এমনি সূক্ষ্মজালের মত,
মিহিসুতাসম গীতালিতন্তু ধরি আর ছিঁড়ি কত !

এস একবার দুজনায় মিলি' সরু সুতাটিরে ধরি,
হলুদ বরণী কুসুমেরে ওই যায় লঙ্ঘন করি।
জীর্ণাবশেষ কবরের খসা ইঁটের ফাটলে গিয়া
পড়ে সে লুটায়ে, শাখাপ্রশাখায় যায় পুন ছড়াইয়া ;
ওই অদূরের শরের বনের মাথায় উড়িয়া পড়ে,
মৃদুল বাতাসে উর্ণজালের চূর্ণ অলক নড়ে।

কমলা ফুলের পেয়ালা ভরিয়া পাঁচটি ভ্রমরে যেথা
সুরভি পরাগে অন্ধ নয়ন লুঠিতেছে মধু, সেথা

পাতি' জালখানি ঢালু তৃণ ভূমে চারিদিক্ হ'তে আসি'
সবুজ ঘাসের ডগায় ডগায় বেঁধেছে কোমল ফাঁসি।
সে সুতার খেই এই যে তোমার কপোলে উড়িয়া আসে,
ভাল করি' তারে রাখ ধরি' যেন উড়ে না পালায় ত্রাসে।

অন্তবিহীন মাঠখানি ওই কাশের পশমে ঢাকা,
ঘাসের কোমল পালকে পালকে সোণালী সবুজ মাখা,
নীরবতা আর ফেনিলোচ্ছ্বাস, শান্তি ও হরষণ,
আর তারি সনে খনে খনে শুধু পবনের শিহরণ!
চিরন্তন সে পুলক-বেপথু থামিবে না কোনো কালে,
প্রাচীনপুরীর আত্মা যেন সে নিঃশ্বাস বায়ু ঢালে!

নৃত্য-দোদুল প্রাণ-হিল্লোল উঠে সেথা অবিরত,
ইন্দ্রজালের ভেল্‌কির খেলা জাগিছে নয়নে কত!
আবরণহীন আদিম বরণ রূপরেখা বনফুলে,
সকল বাঁধন যেন প্রকৃতির অবাধে গিয়াছে খুলে।
প্রাসাদশিখরে বসিয়া স্বর্গ শ্যামলা ধরণী পানে
চেয়ে আছে যেন যুগযুগান্ত তৃপ্তি নাহিক জানে।

কি ভাবিছ মনে বল একবার, প্রাণ খুলে কথা কও,
কপোতী আমার, সব গুণ্ঠন পরাণের খুলি' লও।
আবরণহীনা ধরণী যেমন আকাশের আঁখিতলে
তেমনি অবাধে ঘুচাও তোমার সরমের অঞ্চলে।
ভালবাসা আজি বন্ধনহীন অসীম মুক্তি মাঝে,
হৃদয়-দুয়ার যায়নি কি খুলি', ভুলিনি কি দোঁহে লাজে?

আমার সকলি হ'তে যদি তুমি,—আজি মোর প্রাণ চায় ;
যেমন রয়েছ ঠিক এই তুমি, এইটুকু সীমানায়।
নহি ক আমার, নহি ক তোমার, নহি প্রভু, নহি দাস,
কি বেদনা হায় জানি না পরাণে তোলে হেন হা-হুতাশ !
অতথ্য যদি নহে এ বেদনা, কোথায় উৎস-মূল
বল সে ব্যথার ? কেন মোরে হেন করিতেছে নিরাকুল ?

ইচ্ছা তোমার প্রেরণা হইয়া পশিত পরাণে যদি,
তোমার বুকের ধুক্‌ধুক্‌ যদি মোর বুকে নিরবধি
প্রাণের স্পন্দে উঠিত ভরিয়া, আমার নয়ন দুটি
তোমার আঁখির দিঠিতে পারিত উঠিবারে যদি ফুটি,
তোমার প্রাণের ফল্‌গু আমার পিপাসা মিটাত যদি,
মোর শুভাশুভ লয়ে কি তোমাতে মিশিত জীবন-নদী ?

নহে হায়, প্রাণ উড়িবারে চায় ! তোমারে এ বুকে নিই,
সরে যাই পরে, কপোলে তোমার চুমাটি আমার দিই,
লভি যেন তব প্রাণের আতপ, রক্তাভা লই তুলি,'
কেমনে বুঝাব কি মধু আবেশে তার রূপে সব ভুলি !
শুধু নিমেষের সম্মোহনের নেশা যেন যায় কেটে,
সে সুখ-লহমা বুদ্বুদ সম ফুটি' উঠি' যায় ফেটে !

মনে হয় যেন এখনি তোমার কতদূরে সরে গেছি,
সে সুখ নিমেষ নিঃশেষে যেন কখন যে হারায়েছি !
কাপাস-কেশর-কন্দুক সম ভাসিয়া ভাসিয়া শুধু
পবনে পবনে ফিরিব গগন মরু-প্রান্তরে ধু-ধু ?

দরদি তারার কিরণ ধারার পাব না কি পরশন ?
অঁাধারে সঁাতার শুধু কি আমার ভালে লিখা আমরণ ?

ঠিক যে নিমেষে মনে হ'ল মোর চোখে বুঝি জাগে আলো,
ঠিক সেই খনে নয়নে আমার কে বুলায়ে দিল কালো ?
উর্ণনাভের তন্তুর খেই পেয়ে হারালেম আমি,
সেই পুরাতন হারান' খোঁজায় কাটান্থ দিবস-যামী !
শুধু এই জানি সীমা-বন্ধনী বলয়িত এ হৃদয়,
বাসনা-দোদুল সিন্ধু সেথায় অবিরাম উথলয় !

Two in the Campagna.

কিশোরী

সে যে হায় নাই আর ! সুকুমার ফুলের মতন
ছিল যার মুখখানি, হরিল সে কুমারী-রতন
মরণ আপন হাতে। বসে আছি শব দেহ পাশে ;
ওই তার বইগুলি, এই খাট, এখনো যে হাসে
ফুলগুলি নিজে তুলি রেখেছিল ফুলদানী পরে ;
সকলি যেমন ছিল তেমনি রয়েছে এই ঘরে।
রুদ্ধ বাতায়ন ফাঁকে অবারিত দুটি রবিকর,
ঘরের আঁধার পরে মূর্চ্ছা ভরে হয়েছে নিথর।

ষোলটি বছর মাত্র সবে পূর্ণ হয়েছিল তার,
জানিনা জানিত কিনা,—কে আমি যে, কি নাম আমার।
বয়স হয়নি তার বুঝিবারে প্রেম কারে বলে,
কত সাধ কত আশা দেখেছি সে নয়নে উথলে।
প্রত্যহের শ্রমশ্রান্তি ছোটখাট যত দুখ-সুখ,
সকলি ফুরাল যবে থামিল বুকের ধুক্ ধুক্।
বিধাতা নিলেন সব কিছু বাকি রহিল না আর,
শুধু চক্ষে জাগে মোর নিরমল ভালখানি তার।

বিলম্বে এসেছি আমি ? কহ মোরে, থেকো না নীরবে।
জানি সত্য শুচিতায় গড়া তুমি। শুভগ্রহ সবে
এক সাথে মিলি তব কোষ্ঠিপত্র করিল রচনা,
তোমারে করিল তারা দীপ্তিময়ী শিশিরের কণা।

বয়সে তোমার আমি তিনগুণ বড়। এতদিন
তুমি আমি চলেছিনু ভিন্ন পথে, তা' বলে অচিন্
র'ব মোরা নিত্যকাল ? তুমি মোর কেহ, কিছু নহ ?
কেবল মৃত্যুর পথে সহযাত্রী দোঁহে অহরহ ?

কভু নয়। যে দেবতা সৃজনে অমেয় শক্তিমান্,
তাঁহারি বদান্য হস্তে অপ্রমেয় তেমনি যে দান !
প্রণয়-রচনা তাঁর প্রণয়েরি পুরস্কার তরে,
তাই আছে তোমা লাগি দাবী মোর প্রেমের ভিতরে।
হয়ত রয়েছে মাঝে বহুজন্মব্যাপী ব্যবধান,
লোক-লোকান্তরে আমি তোমা তরে হ'ব ভ্রাম্যমান,
হবে মোর বহুশিক্ষা, অনেক ভুলিতে হবে মোরে,
তারপরে একদিন তোমারে বাঁধিব বাহু-ডোরে।

সেদিন আসিবে জানি একদিন আসিবে নিশ্চয়,
যেদিন পারিব আমি নিঃসংশয়ে করিতে নির্ণয়,
এমন আনন্দময় শুদ্ধসত্ত্ব ওই তনু-মন
এত বর্ষ স্পন্দহীন ধূলিলীন ছিল কি কারণ ?
আলুল-কুন্তলে তব কী রহস্য ঘনায় কাজলে
দিব বলি, বাখানিব বিম্বাধরে কি সুধা উথলে।
জরাজীর্ণ ধরা ছাড়ি' নব লোকে নব জন্মান্তরে
কি করিবে মোরে লয়ে র'বে না তা' মোর অগোচরে।

তখন বলিব আমি প্রবীণ হয়েছি প্রতীক্ষায়,
কতবার ফেলিয়াছি উজাড়িয়া নিঃশেষে আমায়,
মানবের অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত করিয়াছি কত,

অগণিত দেশকাল লুণ্ঠিয়া করেছি পদানত।
মরমের অন্তস্তলে তবু যেন কি অমূল্য ধন
হারায়েছি, কিম্বা ব্যর্থ করিয়াছি তার অন্বেষণ।
জনমে জনমে আমি খুঁজেছিনু, পেয়েছি তোমারে,
বল দেখি কি লুকান' আছে এই মিলন মাঝারে?

তোমারেই নিরবধি আমি শুধু ভালবাসিয়াছি,
তবু কি বলিতে পারি প্রেমে তব প্রাণ ভরিয়াছি?
ছিল ঠাঁই এই বুকে ধরিয়া রাখিতে ওই হাসি,
রক্ত পুষ্পাধর আর আলুল-কাজল-কেশরাশি।
থাক্ কথা। একটি মাত্র কচি পাতা হাতে তব দিনু,
হিমভরা মধুভরা হাতখানি যতনে ভরিনু।
থাক্ চাপা মুঠি তলে সঙ্গোপনে রহস্য দোঁহার,
ঘুমাও, জাগিবে যবে, স্মৃতি লবে বুঝাবার ভার।

Evelyn Hope.

ফুলের নাম

এই বাগানে সে কিছু আগে এসে রাখি হাত এই হাতে
বেড়া'ল আমার সাথে।
জাফ্‌রি-দুয়ার কব্‌জায় তার শেওলা জমেছে ফাঁকে,
ব্যথা পেয়ে যেন ডাকে।
দাঁড়াইল ফিরে ওই ঝোপ্‌টিরে পঁহুছিল সে যখন,
তুলি মৃদু গুমরণ,
দরজা আপনি বন্ধ তখনি হ'ল পিছু পিছু তার,
কানে জাগে ঝঙ্কার।
পথে যেতে যেতে অনবধানেতে দলিনু শামুকটিরে,
তারে তুলি' নিল ধীরে,
রাখিল তাহারে ঝোপের মাঝারে, কচি পাতা সেথা খাবে,
সব ব্যথা ভুলে যাবে।

এই পথ দিয়া গেল সে চলিয়া কাঁকরের মরমরে
তুলি মৃদু পদভরে।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সাড়ীর কানায় ফুলের কেয়ারিগুলি ;
তার সে মধুর বুলি
থামিল হেথায়, দেখাল আমায় দোলনচাঁপার বুকে
পোকা এক আছে ঢুকে।
গোলাপের দল ! রূপে ঢল ঢল করিও না কিছু মনে,
আজি তোমাদের সনে
কথা না বলিয়া গেল সে চলিয়া পাহাড়ী ফুলের পাশে।
কত সে যে ভালবাসে

তোমাদেরে সবে, ব'লে কি বা হবে, শুনিবে তাহারি মুখে
ভুলে যাবে সব তুখে।
ঠোঁটে হাত দিয়া হেথায় আসিয়া দাঁড়াল সে দ্বিধাভরে,
নিজেরে প্রশ্ন করে।
সহসা পুলকে ধরে পলাতকে,—ভুলে-যাওয়া ফুল নাম,
সর্পিল, অভিরাম।
বিদেশিনী মুখে শুনিলাম সুখে বিদেশী নামের সুর
সুললিত সুমধুর।
প্রণয় কূজন ? স্তুতি নিবেদন ? সে কি ঘুমভাঙা বাণী ?
আধো-জাগা সুরখানি ?
কি বলিব বল, পরাণ বিভল, স্বপনে বেঁধেছি বাসা,
শিখিব বিদেশী ভাষা।
ফুলের নামের সুর-রণনের তরে যদি শুধু হয়,
তবু না শিখিলে নয় !
গোলাপের দল হোয়ো না উতল, যদি বেঁচে থাকি ভবে,
মুগ্ধা করিব সবে
তাহারে আনিয়া ; দিবে সে হানিয়া কুহক সবারি পরে,
যাতুবাণী-নির্ঝরে।
প্রতি ফুলটিরে শুধাবে সুধীরে মনের মতন কথা
তার মধু মুখরতা।
রেখোনা ক মোরে আজি হেথা ধ'রে যাব আমি তার কাছে।
ওই সে দাঁড়ায়ে আছে,
রবির কিরণে অচল চরণে আলোক-বসনা মোর।
পাহাড়ী ফুলের ডোর
বেঁধেছে যে তারে ! খোঁজে কলিকারে কোমলাঙ্গুলি দিয়া
পত্রালী বিথারিয়া।

হে বিদেশী ফুল, মিনতি আকুল রেখো মোর, ফুটিও না,
কভু তুমি টুটিও না।
রয়েছ যেমন থেকো আজীবন তেমনি, ফুটো না আর।
কেন আমি বারেবার
তোমারে যে চুমি বুঝ কি তা তুমি ? শোন তবে আমি বলি,
—চিরদিন রবে কলি !
ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমারে ধরিয়া বাহির করিল তার
অঙ্গুলি দুর্ব্বার।
যবে অবশেষে ধরা দিলে হেসে, অঙ্গুলি নিরাকুল
জড়াল 'বৃন্তমূল।
পরশন-রেখা রয়েছে যে লেখা তোমার বোঁটার গায়,
সংশয় নাই তায়।

সে নাই যেথায় সেথা হ'তে হায় উবে যায় রূপরাশি,
কাছে তার যবে আসি,
আসে সেই সাথে তাহারে জড়াতে নিখিলের যত শোভা,
করে তারে মনোলোভা।
বিদেশী ভাষায় বোঝানো কি যায়,—সে যখন কাছে রয়,
ফাগুন দ্বিগুণ হয় !
ওগো মুকুলিকা বিদেশী বালিকা প্রিয়ার চিহ্নরেখা,
কোথা তব আছে লেখা ?
তরু-আল্‌বালে আছে কি আড়ালে চরণ-চিহ্ন তার ?
বড় সে যে লঘুভার !
করেছিনু ভুল, কুঁড়িটির তুল মাধুরী তোমাতে নাই,
গোলাপ, চোটো না ভাই !

The Flower's Name.

প্রেমের একপথ

সারা বসন্ত কুসুমে ভরিয়া সাজি
ছড়াই সে ফুল সেই পথ 'পরে আজি,
যে সরণি দিয়া চলি' যাবে মোর প্রিয়া।
বারেকের তরে যাবে না কি নিরখিয়া ?
যদি ফুলগুলি শুকায় সে পথে পড়ি' ?
আসিলে দেখিত !—সেই সুখে প্রাণ ভরি।

কতদিন ধরি যতনে সাধিনু বীণা,
এ অপটু হাতে দেখি সুর ফোটে কিনা।
শুনাবারে বীণা গেলাম সাহস ভরে
চাহে না শুনিতে ? ফিরাল সে অনাদরে ?
ছিঁড়িলাম তার, তন্ত্রী হারা'ল তান।
তবু ভাবি,—যদি চাহিত শুনিতে গান !

প্রেমের সাধনা করিলাম আজীবন।
ভাবিনু, করিব ব্রতের উদ্‌যাপন।
স্বর্গ, নরক,—যা থাকে কপালে থাক্‌,
বাঁধ-ভাঙা বাণী তার পানে ছুটে যাক্‌।
স্বর্গ সে মোরে দিবে না ? না-ই বা দিল।
ধন্য সে জন,—স্বর্গ যে জিনি' নিল।

One way of Love.

প্রেমের অন্যপথ

তখনো হয়নি চৈত্র শেষ,
বসন্তের যৌবনশ্রী ফুলবধূ বেশ
তখনো করেনি উন্মোচন,
সেরা গোলাপের কুঁড়ি ফুটিবে কখন
ছিল সে আশায় ;
হেনকালে পরিচিত একজন কহিল আমায়
পুরুষ-সুলভ গর্ব্বভরে,
তন্দ্রালস জৃম্ভিত অধরে
দেখা দিল অর্দ্ধস্ফুট হাসির আভাস,
(থাক্ তার পরিচয়, কালে যাহা হবে স্বপ্রকাশ,
নিরর্থক বলা এইখানে)
—"তোমার বসন্তলক্ষ্মী চিত্তে মোর অবসাদ আনে,
শুনিলে এ কথা,
পাবে কি গো ব্যথা ?"
ওগো বন্ধু, অসঙ্কোচে কহি আমি তবে,
—জানি এ নিথর মৌনে পুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে।
বক্ষে যারে ধরে চৈত্র-দিবা,
সে কুঁড়িতে আছে বল কী-বা ?
রক্তরাগ আর মধুরিমা,
এইটুকু, শুধু মাত্র এইটুকু রচে যার সীমা,
সে কি কভু দাবী তব মিটাবারে পারে
নিঃশেষে উজাড়ি' আপনারে ?
যাও চলি। লঘু বা দুঃসহ হোক্ বিরহ তোমার,

তাই আমি লব বরি'। বসন্ত আমার
বিধ্বস্ত মালঞ্চখানি পুষ্প-পুঞ্জে দেয় যদি ভরি'
তুমি নিজহাতে যাহা দিয়াছিলে লণ্ড-ভণ্ড করি',
তা'হ'লে সে কর্ত্তব্য আপন
করিবে পালন।
আমার বসন্তরাণী যদি লীলাভরে
ফুলে ফুলে বন আলো করে,
পূর্ণ সুষমায়
নিষ্কণ্টক গোলাপ ফুটায়,
মদির সৌরভ যার মহোৎসবে ভৃঙ্গার-নিঃসৃত
সুরা সম করে বিমোহিত,
অতঃপর, পায় যদি হেন বঁধু রুচি আছে যার
রক্তরাগে, মধুমায়, তার গলে দিবে পুষ্পহার।
অথবা যে অভিজ্ঞতা করেছে সে লাভ,
বুঝিয়াছে কি স্বভাব ধরে নর আর উর্ণনাভ,
সে অভিজ্ঞ দৃষ্টি-বলে কাল-বৈশাখীর বজ্র হানি'
যদি সে রুধিতে পারে আরবার উর্ণের বুনানি,
জানি তবে বাসন্তী আমার
কিংকর্ত্তব্য করিবে নির্দ্ধার।

Another Way of Love.

নারীর শেষ উক্তি

মিছে দু-জনে যুঝিয়া মরি, তর্কে কিবা ফল !
থাক্ বচসা, থামুক্ আঁখিজল ।
সকলি ঠিক্ হোক্ তেমনি যেমন ছিল আগে,
নয়নকোণে নিছুটি যেন লাগে ।

বল্‌গা-হারা বাণীর পারা অসহ অকরুণ
কি আছে ভবে এমন নিদারুণ ?
শ্যেনসম যে ভীষণ হও উগ্র হই আমি,
আপনা ভুলি তর্কে যবে নামি ।

ওই দেখ না দর্পভরে আসিছে বাজ্‌পাখী,
ক'য়ো না কথা তর্ক রাখ ঢাকি ।
কপোল 'পরে কপোল রাখি নিবার' মুখরতা
মোদেরে ঘেরি রহুক্ নীরবতা ।

বিতণ্ডায় সত্য হায় মিথ্যা হয়ে যায়
তোমার কাছে । যেও না ধরি পায়,
মনসাতলে, তুলিয়া ফণা রয়েছে কাল ফণী
শোন নি তার ভীষণ গুমরনি ?

বিষ-বিটপী শাখার পরে দুলিছে রাঙাফল,
পাড়িতে তারে যেও না তরুতল ।

সেথায় গেলে জনম তরে আমি অথবা তুমি
হারাব মোরা এই স্বরগভূমি।

নিঃশেষিয়া দিনু তোমারে জীবন-যৌবন,
অর্পিলাম এ মোর তনু মন
তোমারি হাতে ; যেমন খুশী আমারে তুমি লহ
তোমারি নাথ রহিনু অহরহ।

আজিকে নয়, এ নিশি শেষে আসিবে দিবা যবে
জানি বাসনা পূর্ণ মোর হবে।
রহিল দুখ কবরতলে আজি এ রজনীতে
আঁখি-আড়ালে অন্তর নিভৃতে।

পরাণ-বঁধু, মানে না মানা অবোধ আঁখি হায়,
দু-ফোঁটা জল ফেলিতে তবু চায়।
প্রেমবাহুর স্পর্শাতুর নিদ্রা ঘন ঘোর
জানি চেতনা হরিয়া লবে মোর।

A Woman's Last Word.

এই ক্ষণে

তোমার জীবন হ'তে এক্‌টিমাত্র পল মোরে দাও
শুধু এই বর্ত্তমানে, অতীত ভবিষ্য ভুলে যাও।
এই ক্ষণ সান্দ্র ঘন আনন্দের বিন্দু নিরমল,
তোমার বাসনা চিন্তা তনুমন করে ঝলমল
যে অচল লহমায় ; সীমাহারা যে ক্ষুদ্র নিমিকে
বারেকের তরে মোরে পাকে পাকে ঘেরিবে চৌদিকে
অধঊর্দ্ধ অন্তর্বহিঃ কুণ্ডলিত কালের প্রবাহ,
কালাতীত যে মুহূর্ত্ত দিবে বলি' তুমি মোরে চাহ।
কত লাখ লাখ যুগ সে পলকে পুঞ্জীভূত হবে,
জানি শুধু চিরন্তন সেই ক্ষণ, সংজ্ঞা নাহি রবে।
আনন্দের সীমা-শেষ সে নিমেষ, কেন্দ্র বৃত্তহীন,
আঁখি মুদি' যুক্তাধরে রব দোঁহে ভুজবন্ধে লীন।

Now.

পুঞ্জীভূত

সারা বরষের সৌরভ মধুভার,
বহে মৌমাছি মধুকোষটিতে তার।
যত গৌরব বিস্ময় খনিভরা
একটি মণিতে আছে সে সকলি ধরা।
একটি মুকুতা রাখে যে বক্ষ ভরি'
সাগর ঢেউ-এর আলোছায়া সাতনরী।
গন্ধ, সুষমা, দীপ্তি, কাজল ছায়
বিস্ময় আর ঋদ্ধির গরিমায়,
ফেলিয়া নিম্নে সুদূর ঊর্দ্ধলোকে
আবিঃ সম সত্য ভাতিছে চোখে।
বিশ্বাস সেথা কলুষের লেশহারা,
মুক্তায় নাই শুচিতা অমনধারা।
বিশ্বের মাঝে সত্য দীপ্ততম,
বিশ্বাস যার শুভ্রতা নিরুপম,
মিশেছিল সব যেন শুধু মোর তরে
একটি চুমায় তার সে অধর 'পরে।

Summum onum.

মিলন—নিশীথে

ধূসর সিন্ধু, তিমির-তুলিকা-বুলান' কাজল রাতি,
আধ-খানি চাঁদ ধরণীর কোলে সোণার অঁাচল পাতি।
পাড়ী হল শেষ ; খাড়ির ভিতরে নৌকার মুখ ঠেলি'
ভিড়ানু তরীরে ভিজা সিকতায় ; ঘুম-ভাঙা অঁাখি মেলি'
ছোট ঢেউগুলি উঠিল উছলি' অনল-ঘূর্ণীপাকে,
বলয়িত জল-কল্লোল মালা ঘেরিল সে নৌকাকে।
আধ-খানি পথ সিন্ধু-সুরভি পার হনু সে তিমিরে,
তিনখানি মাঠ উত্তরি' পরে পহুঁছিনু সে কুটীরে।
মৃদু করাঘাত বাতায়নে মোর, ক্ষিপ্র ঘর্ষভরে
দেশালাই কাঠি উঠিল জ্বলিয়া দেখিনু ক্ষণেক পরে।
তার পর দুটি বক্ষে বক্ষে স্পন্দন বিনিময়,
তার চেয়ে মৃদু চুপি চুপি কথা সুখ ভয় করি জয়।

Meeting at Night.

বিচ্ছেদ—প্রত্যূষে

সহসা পড়িল সিন্ধু চক্ষে মোর অন্তরীপ বাঁকে,
তরুণ তপন হেরি উঁকি মারে পাহাড়ের ফাঁকে।
সম্মুখে রয়েছে তার সোণালী সরল পথ খানি,
মোর তরে ধরাভরা মানবের দাবী আছে জানি।

P*arting at Morning.*

সূর্য্যমুখী

জানি আমি আছে এক হিমগিরি ভানু যার পানে
নিরর্থক চেয়ে রয় উদয়াস্ত আকুল নয়ানে।
সারাদিনব্যাপী তার অপলক আঁখির আকুতি
নিথর তুষারবক্ষে চাঞ্চল্য আনেনা এক রতি।
সে রবির অগোচরে পুষ্প এক গিরিপাদমূলে
ওঠে ফুটি, চেয়ে রয় ভানু পানে সদা মুখ তুলে।
রবিরে নকল করি কুসুম-সুষমা হারাল সে,
তপনের ব্যঙ্গ-রূপ ধরে নিজ মূঢ়তার বশে।
কনক কিরণচ্ছটা চক্রবাল রচি চারিধারে
নবোদ্ভিন্ন দলে দলে ঘেরিয়াছে তার কর্ণিকারে।
প্রশান্ত সে গিরিরাজি বক্ষে ধরি তুষার-সম্ভার
দেশ হ'তে দেশান্তরে প্রচারিছে ঋদ্ধি আপনার।
কত লোকে কত নামে খ্যাতি তার করিছে ঘোষণা।
ফুলটিরে সকৌতুকে 'সূর্য্যমুখী' কহে সর্ব্বজনা।

হে দেবতা পূর্ব্বাশার ! সিন্ধু পার হ'তে হেথা আসি'
তোমার কনক-দীপ্তি একটি পুষ্পে ওঠে কি উদ্ভাসি' !

হে পথিক, চলেছ কি তুমি ওই পূর্ব্বাচল পানে ?
চলিতে চলিতে পথে প্রচার করিও গানে গানে
'রুদেল্' কবির নাম, পূজা তার সূর্য্যমুখী ফুলে,
সূর্য্যকান্তি পুষ্পগুলি রাখে সে দেবীর পাদমূলে।

অনিপুণ এ অঙ্গুলি কম্প্রাবেগে করিল রচনা
অপটু নারীর সম অকুশলা পুষ্প-আলিপনা।
ভাল হোক্ মন্দ হোক্ তবু আমি নই পরাঙ্মুখ,
পূরিল পূজার সাধ এই মোর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুখ।
যে গান রচিনু আমি সেই গানে তৃপ্ত বিশ্বজন,
ফুল মধু পান করি অলিকুল উৎফুল্ল যেমন।
আমার পুষ্পিত বক্ষে আসন পেয়েছে ভৃঙ্গদল,
তুমি মোর সূর্য্যমুখী ভানু লাগি ফুটেছ কেবল।
কবির প্রশস্তি লোকে করে বটে, বৃথা সে সুখ্যাতি,
উদয় অচল পানে দৃষ্টি শুধু রেখেছে সে পাতি'।
রুদেল্ চাহে না কভু, হে পথিক, আর কারু পানে,
এ বারতা তব মুখে নরনারী সবে যেন জানে।

Rudel to Lady of Tripoly.

বিনম্র

কুঞ্জ কানন হেলায় উজাড়ি' আঁচোল ভরিয়া তার
রাশি রাশি ফুল লয়ে যায় বালা, লঘু সে লুঠের ভার।
একটি মুকুল ধূলি পরে যদি খসে পড়ে দৈবাতে
থামে না তরুণী কুড়াতে তাহারে চায়নাক পশ্চাতে।
আমি ভাবি মনে, যত খুসী ফুল নিয়ে যাও প্রিয় তরে,
প্রেম-সম্ভারে পুঁতে ফেলো তারে কুসুমের থরে থরে।
কুঁড়িটিরে যদি চোরের মতন সভয়ে কুড়ায়ে লই,
কে বলিতে পারে নয় সেরা ফুল, বঞ্চিত তবে নই!

Humility.

ভ্রান্তি

শুক্‌নো ডালে বস্‌ল যখন পাখী
মঞ্জরীতে উঠ্‌ল ভরি শাখা ;
কাছেই ছিল পত্রঘন শাখী
অম্‌নি সেথায় উড়্‌ল মেলি পাখা।
সেই গাছেতে বাঁধ্‌বে কুলায় তার,
অমূল্য ধন রাখ্‌বে কোথা আর ?
শুক্নো ডালের আশার অন্ত নাই,
ক্ষণেক তরে বস্‌ল পাখী তাই,
ভাব্‌ল মনে, তারেই বরণ করি'
বাঁধবে বাসা বনের গানের পরী।

এই বুকেতে রাখ্‌ল রাণী মাথা,
নিমিক্‌ তরে জাগ্‌ল শিহর প্রাণে,
সোণার আসন যেথায় আছে পাতা,
সেথায় রাণী গেল রাজার টানে।
সুখের স্বপ্ন আজ্‌গুবি এমন,
তাইত বেহুঁষ্‌ হল বেবুঝ্‌ মন !
ভাবি, ক্ষণিক চিরন্তনী হবে
বুক ভরা প্রেম উজাড় করি লবে !

Misconception.

ঝরকা সঙ্গীত

সে যে আমি, শুনেছিলে তুমি গান যার
গত রাত্রে। ছিল নাক চিহ্ন জোছনার,
ছিল না ত এক্‌টি মাত্র ক্ষুদ্রতম তারা,
যার সূক্ষ্ম কিরণের তীক্ষ্ণ শরধারা
নিটোল কাজল তাঁবু মেঘল নভের
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দিবে ভরি। সেই আঁধারের
স্রোতে ভাসি গিয়াছিনু তব বাতায়নে,
আলোক জীবন যবে নিঝুম মরণে।

একটি কীটের পক্ষে জাগেনি কাঁপন,
কিম্বা জোনাকির বক্ষে জ্যোতি-শিহরণ,
তোলে নাই ঝিল্লীদল মঞ্জু রিনিঝিনি
পেচকের কণ্ঠরব বারেক শুনিনি।
সে যে আমি, যার গান শ্রবণে তোমার
পহুঁছিল মথিয়া সে নৈশ-অন্ধকার।

কি গভীর বেদনায় টানি' দীর্ঘশ্বাস
ধরণী ফিরিতেছিল এপাশ ওপাশ
কণ্টক শয্যায় যেন, শতধা বিদরি'
গগনের চন্দ্রাতপ, বিজলি শিহরি'
ফাটলে ফাটলে উঁকি মারিয়া কেবলি
করেছিল ছুটাছুটি, দিল ঝলমলি'

বারিবিন্দু রক্তাভাসে, শূন্য বিদরিয়া
পড়িল যা ক্ষণে ক্ষণে ফাটল ঝরিয়া।

প্রিয়া মোর, সব মোর, একমাত্র ধন,
কথায় যেটুকু হয় আত্মনিবেদন,
ততটুকু বাঁধিলাম মোর গানে গানে,
গানের শকতি হায় ফুরাল' যেখানে
সেখানে বীণার তারে দিলাম ঝঙ্কার,
প্রচারিতে মর্ম্মবাণী দিনু তারে ভার।

এমনি কাটিল নিশি সুরের রণনে,
জাগিল ধূসর আলো পূরব গগনে।
অশ্রুধৌত ক্ষীণ-গন্ধ রজনীগন্ধার
হেরিলাম শুভ্র মুখ, ছিল না ক তার
আঁধার গুণ্ঠন আর। দিবা না আসিতে
মন্থর চরণে ভরে পালানু ত্বরিতে।

মোর কথা গান আর বীণার ঝঙ্কার
নিবেদিল যে আশাটি, কি যে ভাগ্যে তার
বল, শুনি মুখে তব।—"দিগন্তের কোলে
নিভে যবে শেষ আলো, যবে পথ ভোলে
সে বিজনে দিশাহারা এ মোর জীবন,
সংশয়-তিমির মাঝে আশ্বাস তখন

জাগে মনে ; সবাকার নয়ন-আড়ালে
আছে মোর একজন, পথটি হারালে

যে আমারে ঠিক্ পথে ফিরায়ে আনিবে,
নিশীথ রাত্রিরে মোর দিবস গণিবে।
মোর তরে রবে জাগি' দীর্ঘ বিভাবরী,
সবার আড়ালে মোর অদৃশ্য প্রহরী।"

বোলো নাক হেন কথা শঙ্কা যাহা বলে,
মোর কানে কানে হায়,—"দুর্গতির তলে
আছে যে চরমতম দুর্ভাগ্য এ হেন
দুর্ব্বহ জীবন ভার দ্বিগুণিতে যেন;
বিধাতার অভিশাপ ছিল তবু ভাল,
এ গানে যে আরো মোর যন্ত্রণা বাড়াল' !"

"নাই যেথা চন্দ্রোদয় সূর্য্যাস্তের পরে,
নিশির শিবির যেথা নক্ষত্রের করে,
হয়না ক ছিদ্রময়, বিজলির ঘাতে
কাঁদে যবে ছিন্ন তাঁবু বারিবিন্দুপাতে,
আসন্ন ঝটিকাটিরে পথ দেখাইয়া
আনে যেন সে তিমির-সিন্ধু বিমথিয়া।"

"আলোকের বিন্দুটিরে লুকায় জোনাকি,
কানন-কাকলি যবে আপনারে ঢাকি
রাখে তপ্ত সুনিবিড় তিমির গুণ্ঠনে,
তখন নূতন কণ্ঠে ধ্বনিবে শ্রবণে
অজানা গীতের সুর, গাহিবে অচিন্
নিঃসঙ্গ নীরব ঘন আঁধারে নিলীন ?"

"আছে কি দীর্ঘায়ু হেন দৌরাত্ম্য নূতন
আনুকূল্য যার এই চেষ্টা অশোভন?
পাব না কি অবকাশ মরিতে শান্তিতে?
গেনু যবে চিরতরে নয়ন মুদিতে
যৌবনের মায়া'পরে, শেষ-আঁখিপাতে
এল সে কি শেষ মুখ আমারে দেখাতে?"

তোমার কুটীরখানি কী আঁধারে ঘন
ছিল ঢাকা, কী নির্ম্মম রুদ্ধ বাতায়ন
কক্ষে কক্ষে! কী বিমুখ সে তৃণ-বিরল
কুটির প্রাঙ্গণ তব, দাঁড়ায়ে কেবল
কাটালাম রাত্রি যেথা! প্রাচীর দুয়ার
লৌহ-দন্ত কড়মড়ি' দিল বহিষ্কার!

A Serenade at the Villa.

বিদায়নী

সকলি ফুরাল তবে! সত্য কি গো বড় রূঢ় লাগে
জীবনে প্রথম যবে তার আলো জাগে?
শোন তব আলিসায় করুণ কপোত-কণ্ঠ-স্বরে
বিদায় মাঙিছে দিবা অস্ফুট কুহরে।

তোমার কুটীর দ্বারে প্রবেশিতে হেরিলাম আজি
দ্রাক্ষাকুঞ্জে মুঞ্জরিত কিশলয়রাজি।
কাল তারা পরিপূর্ণ প্রস্ফুটনে হোক্ না সুন্দর,
—তুমি জান সে রক্তিমা হ'বে যে ধূসর!

কাল যদি আসি পুনঃ, সত্য করি' আমারে কহ ত,
—নিতে দিবে হাতখানি আগেকার মত?
বন্ধু শুধু মোরা এবে; নামে মাত্র বন্ধু তব যা'রা,
মোর ত্যক্ত অধিকাংশ ছাড়িবে না তারা;

প্রতি দৃপ্ত-দৃষ্টি ওই কালো চোখে রাখে তারা ধরি',
আমি ধরিবারে গিয়া প্রাণপণ করি;
সুরে তব কাটে মাঘ, তা'রা যে ফাগুন প্রাণে পায়,
সে সুর নিয়ত মোরে তুহিনে কাঁপায়।

তবু সে বন্ধুরা তব বলে যাহা বলিব আমিও,
তার সাথে মোর মৌন চিন্তাটিরে নিও।
সকলে তোমার হাত ধরিয়া রাখিবে যতক্ষণ,
পলমাত্র বেশী তারে করিব ধারণ।

The Lost Mistress.

সহজিয়া যাদু

কি বলিব আর, দেখেছি আপন চোখে
খালি হাত সম শূন্য সে ঘরখানি।
করিনু শপথ, যা বলে বলুক লোকে,
নগ্ন রমণী সে ঘরে পশিল জানি।
দুয়ার রুধিয়া বন্দিনী করি তারে
কহিনু গর্ব্বে,—"দেখি কোন্ যাদুবলে
নর্ত্তকী মোর চোখে ধূলা দিতে পারে!"
খুলিনু দুয়ার। সজ্জিত ফুল ফলে
বনশ্রী সম উঠিল সে বালা হাসি!
নহে বিবসনা, ফুল সাজে অনুপম
নয়নে আমার উঠিল সে উদ্‌ভাসি'।
সম্ভব নয়? স্বচক্ষে দেখা মম!

শুধু বাঁধি গানে বুঝিনু যা' অনুভবে।
ছিল এ জীবন শূন্য ঘরের পারা,
কিছু ছিল না ত তুমি এসেছিলে যবে।
তিমিরনিলীন হিমঘন সেই কারা
আলোকে আতপে খোলে অর্গল তার।
একি বিস্ময়! শূন্য এ মরুভূমি
আপনা আপনি ধরে কি ফসল-ভার!
নিজ গৌরবে পেতেছ আসন তুমি
মরু পরিণত নন্দন অটবীতে,
অলিগুঞ্জনে বিহগের কলতানে;
পাখ্‌না পরায়ে দিয়াছ আপন গীতে।
নহে রূপকথা, প্রাণ মোর তাহা জানে।

Natural Magic.

যাদুকরী প্রকৃতি

ভেবেছিনু ফুল, ভাবিনি তুমি যে মণি।
কী মধুগন্ধ, পরশনে সুকোমল !
অন্তর্গূঢ় দীপ্তির শিহরণি
দেখিনি, যা ধরে কঠিন মণি কেবল।
বুঝি ফুল, না না মণিকা তুমি আমার,
নির্ব্বাণহীন স্ফুরণোজ্জ্বল ভাতি,
কুসুম-সুষমা ঝরে শুধু অনিবার,
রতন-উপলে জ্বলে বেলোয়ারি বাতি।

Magical Nature.

অন্তিমোক্তি

গুঞ্জন জাগে কানে,
কী বলিছ তুমি বুঝিনা তাহার মানে।
"মরণের দেরী নাই,
ধরণী ঘেরিয়া অশ্রুসাগর উথলিছে ভাবি তাই ?
—সে শঙ্কা নাহি পাই।"

ওই যে যেতেছে দেখা,
আগেকার মত এখনো যে চোখে লেখা !
টেবিলের কিনারায়
ওষুধের শিশি, তারপরে গলি ওই দেয়ালের গায়,
খাট থেকে দেখা যায়।

প্রাচীরের পরপারে
ওই বাড়ী হ'তে ঢালু গলি এই ধারে
শিশির সারির প্রায়
এসেছে নামিয়া। সবুজ বা নীল,—কোন রং শোভা পায়,
সমুখের পর্দ্দায় ?

মোর চোখে যেন জাগে
ওই পর্দ্দাটি গগনের নীলরাগে,
প্রাচীর মাঠের পরে।

সব পিছনের ওই শিশিটি সে কুটীরের রূপধরে,
আমার নয়ন ভরে।

শিশির ছিপির কাছে
সে বাড়ীর ছাদে যেন সে দাঁড়ায়ে আছে,
সেই ফাল্‌গুনী রাতে
তরুণী আমার! অপরাধ প্রভু নিয়ো না ক'এ কথাতে,
আমি নই যে আমাতে!

কুটীরের কিনারায়
চোরা পথে এক কোনো মতে ঢোকা যায়
পা টিপিয়া সে আঁধারে;
দুটি চোখ বিনা আর সব আঁখি সুপ্তির পারাবারে
নিমগন একেবারে।

উচিৎ কি ছিল মোর
পশিতে সেথায় নিশীথে গোপন চোর?
অনুকূল সে প্রাচীর
নিজ ছায়া দিয়া মোদের ঢাকিয়া রচেছিল সুনিবিড়
মিলনের সুখনীড়।

সে ঘন অন্ধকারে
বিড়ালের চোখ হার মানে দেখিবারে।
ওই যে শিশির ছিপি,
তারি পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সে যে নামিত পা টিপি টিপি,
বুকে শুধু ঢিপ্‌ ঢিপি!

গোলাপের ঝাড়ে ঢাকা
প্রাচীর দুয়ারে দাঁড়াত আমার রাকা।
প্রেমান্ধ দুজনায়
অন্যায়ে আর বেদনায় আর উন্মাদনায় হায়।
—তবু কী মাধুরী তায়!

Confessions.

এক বৎসরে

জানি আমি এ জীবনে আর
দেখিতে পাব না কভু মুখখানি তার
প্রাণে ভরা আগেকার মত।
ভালবাসা যদি তার হয় হিম হত
আমার আকুতি আশা সকলি বিফল
জানি, দোঁহে ভুজবন্ধে স্বাতন্ত্র্যে রহিব অবিচল।

কোন্ কথা কোন্ আচরণে
হ'ল বীতরাগ হেন? কর পরশনে
অথবা এ গ্রীবার ভঙ্গীতে
কী আছে যা বিমুখতা আনে তার চিতে?
ইহারাই অনুরাগে তাহার হৃদয়
ভরেছিল! বুঝিনা কিসে যে প্রেম নির্ব্বাপিত হয়!

মনে পড়ে, যবে একমনে
সেলাই করিতে ব্যস্ত, কিম্বা চিত্রাঙ্কনে
রহিতাম, কী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে
চাহিত সে, মুগ্ধ যেন ত্রিদিব সঙ্গীতে!
কহিতাম কথা যবে, কানে শুনিবার
আগে তার গাল ভরি' আভাস ফুটিত শোণিমার!

বসিত সে মোর পদমূলে,
এক বায়ু তুজনার নিঃশ্বাসে উথলে
—এ আনন্দে হত সে মশ্‌গুল!

প্রেম মোর উথলিয়া মাধুরীর কূল
প্লাবিত করিত যেন ! সুখে মরিতাম,
সেই মধুরিমা তারে দিয়া যদি যেতে পারিতাম !

কহিত সে,—“বল একবার,
সব চেয়ে প্রিয়তম তুমি যে আমার !”
কহিতাম তারে, সুখে ভাসি’
—“দেখ বুঝি নিজ প্রেমে, কত ভালবাসি !
আজি আমি অকলঙ্ক বুকে লও মোরে,
মোর ইহ পরকাল থাক্ বাঁধা ওই বাহুডোরে।”

সত্য যাহা, করিলে স্বীকার
অপরাধ হয় তায় কভু কি কাহার ?
সর্ব্বস্ব সে দিয়াছিল মোরে,
ধন, রূপ, এ যৌবন তার হাত ভ’রে
দিনু আমি ; ভালবাসা দিল আমারে সে,
মোর যাহা কিছু ছিল সব তারে দিলাম নিঃশেষে।

যে উদ্বেল জাগানু সে বুকে,
ছিল সাধ, প্রশমিব তারে তৃপ্তি-সুখে,
তার কাছে রহিব না ঋণী,
বাসনা পূরাতে তাই কার্পণ্য করিনি।
সোনা ফেলি’ ধূলা যদি লয় সে মুঠায়,
আকাঙ্ক্ষার ধন তারে দিয়াছিনু, কি আশ্চর্য্য তায় ?

আরবার ভালবাসে যদি !
প্রেম তার দীপ্ত যদি রয় নিরবধি,
স্বপ্নাতীত ধনে শুধি ঋণ।
আরো প্রাণ পাই যদি তারে অনুদিন
দিই ঢালি। তারপর বুঝি বলিবে সে,
—"আগেত বুঝিনি আমি, আমারি সে, এমন নিঃশেষে !"

"কী বেদনা এতদিন ধরি'
সহিয়াছে প্রিয়া মোর মরমে গুমরি !
পুরুষের স্বতন্ত্র প্রণয়,
এমন সকল বাড়া সৃষ্টি ছাড়া নয়।"
হাসিতে সে পারে বটে ! "বুদ্‌বুদের প্রায়
পুরুষের করস্পর্শে নারী কি নিমিষে ফেটে যায় ?"

প্রিয়তম, এ মোর বেদনা
স্বল্পায়ু যে। যথা ইচ্ছা পূরাও বাসনা।
বিশ্বাস করিছে টলমল,
বিচার-বিমূঢ় চিত্ত বড় যে দুর্ব্বল।
হিমে ভরা মৃৎপিণ্ড পুরুষের প্রাণ
হোক্ চূর্ণ, তারপর ? কি হেরিব ? সে কি ভগবান্ ?

In a Year.

মুক্তা ও তরুণী

একটি মুকুতা ছোট আংটির 'পরে,
লোকের চক্ষে মূল্য নাহি সে ধরে।
মৃদু গুঞ্জনে ঠিক্ মন্ত্রটি তুমি
উচ্চার' যদি, আংটিরে শুধু চুমি,
তুহিনে বহ্নিশিখা সম অদ্ভুত
নিমেষে অমনি আসিবে যে দেবদূত,
স্বর্গ মর্ত্ত্য অর্পিবে করতলে
(উপকথা বলে) শুধু মুক্তার বলে।

আছে এক নারী, (আমি বলি এইবার)
লোকের চক্ষে কোনো গুণ নাই তার।
উচ্চারিতে সত্যতম সে বাণী
পারি যদি আমি, নিঃসংশয় জানি,
অমনি নিমেষে মুক্ত আত্মা তার
অনল-পরিখা ঘেরি' মোর চারিধার
নিখিলেশ্বর করি' মোরে হবে রাণী,
প্রেম তার দিবে জন্মান্তর আনি'।

A *Perl, A Girl.*

আমার তারা

একটি তারা,
—রঙিন্ আলোর ধারা
তেপলা ওই কাচের কলম হ'তে
লালে নীলে সোণালী আলোতে
ঠিক্‌রে যেমন পড়ে,
ইন্দ্র-ধনু ঝিলিক্-হানা ঝড়ে,
তেম্নি ঝল্‌মলানি বরণ হানি'
ভুলায় মোরে নয়ন-ভুলানি।
বন্ধুরা সব কয়,
দেখ্‌ব মোরা তোমার তারার বরণ-বিস্ময়।
গুটিয়ে ডানা মুখ্‌টি গুঁজে তায়,
পাখী যেমন নিজেরে লুকায়,
পুষ্পরাণী
ঘোম্‌টা টানি'
মুখ্‌টি যেমন ঢাকে,
আমার তারা তেম্‌নি লুকিয়ে রাখে
চাহনি রঙিন,
বন্ধুরা সব ভাবে আমার তারা বর্ণহীন।
ওই উপরের তারার পানে চায়,
দীপ্তিতে তার পরিতৃপ্তি পায়।

হোক্ না তাদের সে নক্ষত্রলোক
অপূর্ব্ব দ্যুলোক ;
আড়ালে সবার,
আমার তারা পরাণখানি তার
আমারে দেয়' ঢেলে,
তাই ত তারে ভালবাসি আর সবারে ফেলে।

My Star.

কি চাই ?

প্রাণ চায়,—কী সে চায়, কারে ?
মধুময় এ বসন্ত,
নীলিমার নাহি অন্ত,
খুঁৎ কোথা ? কেন প্রাণ কাঁদে হাহাকারে ?
কিরণে কিরণে ভরা এ ধরণী তবু শূন্যময়,
ছবি নাই, তার ঠাঁই কাঠামো ভরিয়া শুধু রয় !
কেন এত লতাপাতা ফুল ?
গোলাপনিকুঞ্জ যেন পুষ্পহীন সাজি সমতুল !
এস নামি, হে পরিপূর্ণতাভরা চির-অপূর্ণতা
সুনীল শূন্যতা ভেদি' বসন্তের ঘুচাও হীনতা।
একটি মাত্র সুরভি নিঃশ্বাসে
শবে প্রাণ জাগুক্ উল্লাসে,
মরণের নিথরতা 'পরে,
জীবন ও প্রেম যেন তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করে।

Wanting is—What ?

মূক ও বধির

কি রহস্য রবিকরে সঙ্গোপনে আছে,
ধরা তা' পড়েছে স্বচ্ছ ত্রিপলের কাছে,
ইন্দ্রধনু বর্ণাভাসে ফোটে বাণী কাচে,
অক্ষমও সামর্থ্য হেন লভিবারে পারে।
বধিরের প্রেম ফোটে আকুল রেখায়,
গালে, ভালে, ঔৎসুক্যের তীব্র বেদনায় ;
পারি না আনিতে যাহা মোরা রসনায়,
মূক তা' কহিতে পারে মৌন আঁখি-ঠারে।

Deaf an and Dumb.

চপলা

গল্প হয়ে এল শেষ। বলত এবার,
আমি, মোর বন্ধু, আর তাহার প্রিয়ার,
(সে চটুল-নয়নার)—এ তিনের মাঝে
কার তরে বক্ষে তব বেশী ব্যথা বাজে ?

বন্ধু মোর প্রিয় অতি, লঘু পদভরে
অগ্রসর হতেছিল সৌভাগ্য-শিখরে,
হেন কালে সে মোহিনী কোথা হ'তে আসি'
গলে তার পরাইল মরণের ফাঁসি।

সখারে হেরিনু যবে মায়াবিনী-ফাঁদে
তার লাগি হিয়া মোর বড় দুঃখে কাঁদে।
বুঝি কুহকিনী নিরানব্বই-এর পর
শতেক পূরাতে হানে তার বক্ষে শর !

ভাবিলাম সুহৃদেরে ডুবিতে দিব না,
সহজে বুঝায়ে দিব তার বরাননা
শকুনি বধিতে পারে, চড়ুই মারিয়া
আপন মর্য্যাদা-হানি করে কি করিয়া ?

নয়নের ফাঁদে আমি বাঁধিলাম তারে,
রাখিল সে হাত মোর মুঠির মাঝারে,
সখারে ছাড়িয়া দিয়া ধরিল সে মোরে
স্বেচ্ছায় বন্দিনী হ'ল এই বাহুডোরে।

আমি সেই গৃধ্ররাজ কে না মোরে জানে !
সখা ত চটক পক্ষী, ক্ষোভে অভিমানে
বালিকার সম মুখ ফিরাল' হতাশে,
কাঁপে কচি ঠোঁট দুটি, অশ্রুজলে ভাসে।

বন্ধু মোর আসে যায় পাণ্ডুর আনন,
আমারে দেখে সে কাল ফণীর মতন,
ধরা হ'তে আমি যেন দিবালোক তার
রাহু সম গ্রাস করি' আনিনু আঁধার।

ভাবে মনে, আমি হীন চৌর্য্যবৃত্তি করি'
লইনু প্রিয়ারে তার ছলে অপহরি'।
প্রেমার্ত্ত হ'লেও অতি ঘৃণ্য ব্যভিচার
এ বিশ্বাসঘাতকতা, অযোগ্য সখার।

সুপক্ক দাড়িম্ব সম যেন সে রূপসী
শ্লথ বৃন্তে ছিল ডালে, পড়িল সে খসি'
ছুঁতে নাহি ছুঁতে মোর গৃধ্নু করতলে ;
সে আমার।—ফেলিব, কি রাখিব কবলে ?

অথচ নাহিক সাধ ফল ভক্ষিবার,
ফেলি যদি পথ পরে কিবা লাভ কার ?
যবে নাড়া দিনু আমি তার বোঁটা ধরি'
ছিল পোকা গুটিবারো তাহারে আঁকড়ি'।

বন্ধু মোরে কি ভাবিল বলা নিরর্থক,
তাহার প্রিয়ার চক্ষে হ'ব প্রতারক।

কি ভাবিনু আপনারে, যদি প্রশ্ন কর,
বলি তবে অকপটে, নাহি বীরবর।

প্রাণ নিয়ে খেলা করা বড় ঝক্‌মারি,
নিজেরে বাঁচান' দেখি সোজা নয় ভারি।
একবার ভেবে দেখ কি দশা সখার,
জ্বলন্ত অঙ্গার লয়ে ঘুঁটি খেলা তার!

সত্যের খাতিরে সত্য বলিতে যে হয়।
মানিলাম স্বৈরিনী সে, যদি মোরে কয়,
—"তোমার বন্ধুর কথা যাক্ না চুলায়,
কি ক্ষতি করেছি তব, বল না আমায়?"

যাহা হোক্, গল্প মোর থামিল এখানে,
বলিলাম সব কথা অকপট প্রাণে।
এবার তোমার পালা, ওগো নাট্যকার,
পার যদি লিখে ফেল,প্লট্ চমৎকার!

A Light Woman.

আভিজাত্য

সংসার বলিত যদি ইতিপূর্ব্বে তোমায় আমায়,
—"তোমাদেরে চিনি আমি, কি বাঁধনে আছ দুজনায়
সত্যবদ্ধ জানি তাহা ; আমারে মুরুব্বি করি লহ,
তারপর স্বৈরাচারে সুখশান্তি ভুঞ্জ অহরহ।"
—তা'হলে কি হারাতাম এতগুলি অমূল্য বৎসর,
ক্ষিপ্রগতি যৌবনের দীপ্তোজ্জ্বল স্ফটিক নির্ঝর
ঝরিত কি বৃথা হায়! এতকাল পরে অবশেষে
বুঝিনু কি মূল্য চায় সংসার আজিকে মধু হেসে!

মহার্ঘ দিবস কত কাটালেম সাধুসঙ্গ করি',
নারীকুলশিরোমণি সাধ্বীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ভরি'
দূর হ'তে অর্ঘ্যদান করি' কত বসন্ত-সংহার
করিয়াছি এ জীবনে! এতদিনে স্বচ্ছন্দ বিহার
করিতেছি দুজনায় জোছনায় আঁধারে বাদলে,
আজিকার মত রাত্রে নদীতীরে নির্জ্জন অচলে,
ভ্রমিলাম শঙ্কাহীন মধুর মদির সন্ধ্যাবায়ে,
বনে উপবনে কত, পথহীন অটবীপ্রচ্ছায়ে।

জানি আমি এ সংসার রক্তচক্ষু নহে প্রেম'পরে,
পরশ বুলাতে পারি মুখে তব, চুমিতে অধরে,

শুধু তার মনস্তুষ্টি করিবার সৌভাগ্য আমার
থাকে যদি ; নলিচা আড়ালে হুক্কা সুখে সেবিবার
প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে সমাজের বরাভয় করে,
অহি-নকুলের মিল হয় নিত্য তার সুনজরে।
প্রিয়া সনে ভ্রমিতেছি, সম্মুখে বিজলিবাতি জ্বলে ?
—ভয় নাই, নাগ্‌রায় সোণালি চুম্‌কি ঝলমলে।

Respectibility.

জেমস্ লীর পত্নীর মর্ম্মবাণী

বাতায়নে স্বগতোক্তি

হায় প্রিয়তম, শুধু একদিনে
সহসা ধরণী হারাল রূপ,
ডুবিল তপন, না ফুরাতে গান
সভয়ে পাখীরা করিল চুপ্ !
বাতাস হারাল নিঃশ্বাস বায়ু,
এ কি উদ্বেল আকাশ ভরি' !
হিমভরে হেন শিহরি মরি !

চাও একবার মুখপানে মোর !
তোমারো এমনি বিকৃতি হবে ?
চলচঞ্চল ঋতু পর্য্যায়ে
ছিল যা তোমাতে নাহিক র'বে ?
সত্যনিষ্ঠা, সে হিতৈষণা
মধুর প্রকৃতি হারাবে তুমি ?
হারাব আমার বাস্তুভূমি ?

তুমি সে পুরুষ, আমি যার নারী।
হ্রদের বক্ষে মরালী পারা,
কপোতী যেমন বনের গহনে,
তেমনি যে আমি তোমাতে হারা !
আকাশের মত র'ব অবনত
তোমারে রাখিব বক্ষ ভরি'
ওই বাহু ডোর কণ্ঠে পরি'।

Jame Lee's Wife Speaks at the Window.

অগ্নিকুণ্ডের পাশে

আজি সাগরের তীরে অতি ক্ষুদ্র এ কুটীরে
মোরা দোঁহে লভেছি কুলায়।
হানে হিম শিহরণ পউষের প্রভঞ্জন,
অগ্নিকুণ্ড আতপ বিলায়।
পুড়িছে কি এ অনলে, ডুবিল যা সিন্ধুজলে
ভগ্নকাষ্ঠ সে মগ্ন-তরীর ?
নৌকাডুবি এই কূলে হ'ল কত যাই ভুলে,
হয়ত অতলে মোর নীড়।

আজি এই হিমরাত্রে আর্দ্রবাসে কম্প্রগাত্রে
দূরযাত্রী তরী হতে যবে
শীতার্ত্ত নাবিক দল দেখে দীপ্তি সমুজ্জ্বল,
বহ্নিচ্ছটা,—হিংসায় নীরবে
ভাবে তারা মনে মনে, এই ক্ষুদ্র গৃহ কোণে
আতপ সেবিছে কা'রা সুখে !
সেই তুমি সেই আমি, কোথা সুখ অন্তর্য্যামী
জানে মোর, কি বলিব মুখে ?

মিছে হিংসা কোরো না ক অভিশাপ তুলে রাখ,
আশীর্ব্বাদ লভ বিধাতার !
হেন তরী আছে হায়, বন্দরে যে জীর্ণতায়
তিলে তিলে হয় ছারখার ;

পচে, গলে, মরিচায় ধসি' পড়ে চূর্ণিকায়,
কীটদষ্ট কাষ্ঠ হয় নাশ।
এই বুক কুরে কুরে করেছে যে ঝুর্‌ঝুরে,
আমি যেন ঘুনেধরা বাঁশ!

কে জানে এ গৃহমাঝে ছিল পূর্ব্বে কাহারা যে,
পতিপত্নী হয়ত তাহারা ;
হয় সাধ জানিবারে, ছিল কি না এ আগারে
হেন নারী চিরসুখহারা।
ছিল যার দগ্ধ ভালে এই লিখা,—ভরাপালে
অতলে ডুবিবে প্রেমতরী,
খসিবে তাহার তল, ডুবাইবে সিন্ধুজল
মৃত্যু সম তার বক্ষ ভরি'।

By the Fire-side.

দেহলিতে

বাবুই রেখেছে তার ছানাগুলি বেড়াটির পরে,
তাদেরে সে লবে পক্ষভরে
পরপারে। ফণী সম পীত রেখাঙ্কিত সিন্ধুবারি
তটপ্রান্তে, দিগন্ত-বিস্তারি
কালো জলে ফোটে শুভ্র ফেণরাজি পবনমর্ষণে,
হাহাকার জাগে সমীরণে,
—"সুখ যায় চিরতরে, আসে দুঃখ সুখের পশ্চাতে,"
কাঁদে বায়ু চির-বেদনাতে।

ডুমুরের গাছে দেখ পঞ্চপর্ণী শীর্ণ পাতাগুলি
মুষ্টিবদ্ধ করে পঞ্চাঙ্গুলি।
হেমন্তের স্বর্ণবৃষ্টি আজি আর নাই তার তরে
তাই তার শুষ্ক পর্ণ ঝরে।
শুকায়ে শুকায়ে মরে দ্রাক্ষাকুঞ্জ শাখা-প্রশাখায়,
রসহীন পাতায় পাতায়।
আমার হৃদয় হায় বিশুষ্ক বিরস তেমনি যে,
আসে মৃত্যু নিতে মোরে নিজে।

হেথা আছি দুজনায়, আছে প্রেম, গৃহ উপবনে
কোনো দৈন্য নাই আয়োজনে।
এই চারখানি ঘরে সব ধরে, লোহিত বন্ধুর
ক্ষেতটিতে ফলিত প্রচুর।

শশকের চৌর্য্যবৃত্তি তরে এবে কিছু নাই আর,
পত্ররাজি কিম্বা শস্যভার।
পথভোলা পাখী আর আনিবে না ক্ষণিক পুলক,
শীতাতঙ্কে তারা পলাতক।

কেন হিম শিহরণ ছড়াইছে অন্তরে বাহিরে,
পরশিছে মোর আত্মাটিরে ?
স্বয়ং বিধাতা নিজ অন্তহীন বৈচিত্র্য নবীন
দিলেন মোদেরে ; তিনি দিন্
শক্তি দোঁহে, প্রাণ স্পন্দ জিনিবারে তুষারে আঁধারে,
এস মোরা বাঁচাই দোঁহারে
প্রেমে ধৈর্য্যে। তাদেরে বিচ্ছিন্ন শীত করিবে কেমনে
বাঁধিল বসন্ত যে দুজনে ?

In the Doorway.

সিন্ধু সৈকতে

আজি শান্ত মনে এই সিন্ধু সিকতায়
তোমারে কহিব আমি যাহা প্রাণ চায়,
ত্রুটি পরমাদ তব বুঝাব তোমারে ;
বেসেছি, বাসিব ভাল, বাসত আমায় ?
কি পেয়েছি দুজনায় প্রেমের মাঝারে ?

তুমি এলে এ জীবনে, কেমনে তোমারে
বরণ না ক'রে পারি ভুলিয়া সবারে ?
সীমারেখা মুছি' প্রেম লয় যে ভূমায়,
তোমাতে হেরিনু তাই মোর দেবতারে,
মাটি জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদ্যুতি ঘনিমায় !

মাটি শুধু ? তা'রে এত দেখি বড় ক'রে ?
ভুল দেখি ? ভুল বুঝি ? স্বপনের ঘোরে
গৌরব-মণ্ডিত করি অসামর্থ্য তব ?
সোণার ফসলে প্রাণ তাই ওঠে ভ'রে ?
রুধি' ইন্দ্রিয়ের দ্বার লভি দৃষ্টি নব ?

নহ নহ প্রিয়তম, ঋদ্ধির নিধান,
কত যে ভঙ্গুর জানি মৃৎপাত্রখান্ !
আছে বহু আবর্জ্জনা, বাসনা জঞ্জাল,
খড়ের গাদায়, তবু আছে কিছু ধান ;
সে তণ্ডুল কণা লয়ে ছিনু এতকাল।

ভালমন্দ সব লয়ে বরিনু তোমারে,
নিঃশেষে করিয়া দান আমি আপনারে
প্রতীক্ষায় ছিনু শুধু, মধুচক্রখানি
ভরিবে তোমার কবে সুধার সম্ভারে,
সত্য হবে প্রণয়ের ভবিষ্যদ্বাণী !

শ্রেষ্ঠ সফলতা হায় তোমার জীবন
লভিল না কি কারণে ? আমার ভুবন
কুসুমে কণ্টকে তুমি দিয়াছিলে ভরি'।
নির্ব্বিচার ভালবাসা পেয়েছে দুজন,
নিন্দা স্তুতি সেই সাথে দি'ছি ভাগ করি।

শুধু মোর পরমাদ আজি মনে হয়
চিরধৈর্য্যক্ষমাশীল এ মোর প্রণয়।
বৃথা আশা অপেক্ষায় গোঁয়ানু জীবন,
শুধু শ্রান্তি অবসাদ গ্লানি অপচয়,
শোকগাথা পুরাতন সঙ্গীতে নূতন।

চপল চঞ্চল প্রেম চায় উড়িবারে
বাঁধনের ভীতি যবে স্পর্শ করে তারে।
হাসি-ভরা আঁখি যার যাও তার কাছে,
দিনু মুক্তি, বিধি-লিপি খণ্ডিতে কে পারে ?
জানি তাহা। ভাবিও না, ভবিষ্যে কী আছে।

Along the Beach.

পাহাড়ের কোলে

রাখি' আঁখি শিলাখণ্ডে এক
ছিনু বসি' তৃণভূমি পরে,
সাগরের জল সরি' গিয়া
ফেলি' গেল তারে রৌদ্রকরে।
শুষ্ক শীর্ণ তৃণরাজি খরতাপে দগ্ধ-অবশেষ,
শিকড় শুকায়ে গেছে নাহি তায় রসবিন্দু লেশ।

কামারের নিহানীর মত
ছিল পড়ি সে কালো পাথর,
আগাছা বা ঝিনুকের কণা
ছিল না সে দগ্ধ শিলা'পর।
রৌদ্রে পোড়া সে পাথর বুকে যেন ধরে হিমভার,
মরণের বেদী যেন সিকতার বালুর মাঝার।

কোথা হ'তে ঘাসের আসনে
উড়ে এল সুনীল পতঙ্গ,
মাথা তার ঢাকা সাঁজোয়ায়,
এল যেন সমর-তুরঙ্গ।
ক্ষুদ্র এক পক্ষীরাজ নিরমিয়া যেন যাদুকর,
উড়ায়ে আনিল তারে পক্ষভরে বেলাভূমি'পর।

রক্তপাখা মেলি' প্রজাপতি
উড়ে এসে পড়িল উপলে।
কোথা যেন ঘুরিছে মশাল,
অগ্নিকণা বহ্নি-পক্ষে জ্বলে।
ভুলি সে শ্যামলক্ষেত্রে সে মসৃণ কাজল শিলায়,
হেরি শুধু পতঙ্গ ও প্রজাপতি নীলে শোণিমায়।

মানবের দগ্ধ বক্ষ হেন
জ্বালাময় ধূসর কঠিন,
জীবনের ঊষর বিস্তারে
এমনি কি জ্বলে না রঙিন
নীলরক্ত আভাময় অনুপম কিরণ-ঘনিমা,
প্রাণে তার জাগে যবে অতর্কিতে প্রেমমধুরিমা,

On the Cliff.

উপত্যকায় কবিতা পাঠ

"বড় কি পেয়েছ ব্যথা ? হে পবন, চাও কি সান্ত্বনা ?
কে বা কার আনুকূল্য চায় বল দুজনার মাঝে ?
হেরিতে কি হবে মোরে গূঢ় তব মরম-বেদনা ?
মোর বাণী দিবে আনি' উন্মোচন ?—আমি জানি না যে !"

"হায় মূক, নিপীড়িত, দিতে চাও তুমি মোর হাতে
তোমার রক্ষার ভার ? মুখের কথায় প্রতীকার
কভু যে হ'বার নয় ! বিশ্বাসের ভাগ্যে ছল যেথা
প্রেমতরে ঘৃণা আর অঙ্কুরে আশার নাশ সেথা !"

"মোদের ভাগ্যেও তাই। জানিনা কোথাও হেন সুর
আছে কি না, আছে যাহা শোকাকুল তোমার মর্ম্মরে।
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস তুমি যদি বেদনা-বিধুর
মানবেরে না শিখাতে, গুমরি' সে মরিত অন্তরে ?"

"বল দেখি কোন্ দীর্ঘশ্বাস হেন আছে এ ধরায়,
আর সব হাহুতাশ ব্যঙ্গ যাহা করে, সে কেবল
সেই দীর্ঘশ্বাস যাহা বঞ্চিতার বক্ষে উথলায়
ধূলিশয্যা'পরে যবে অভাগিনী ফেলে অশ্রুজল।"

"তার শীর্ণ দেহখানি চক্ষে তব লাগে দীর্ঘতর,
কোটরে নিলীন আঁখি স্পন্দহীন রহে সে মেলিয়া,
দৃঢ়-বদ্ধ মুঠি তার করতলে বসায় নখর,
নিঃশবদে প্রাণ তার দেহ ছাড়ি যায় যে চলিয়া।"

"তুমি কি গো দিতে চাও সান্ত্বনা এ আকুল পরাণে ?
মনে পড়ে একদিন এমনি আমিও সিন্ধুতীরে
অনাথ কুক্কুরে এক তুষেছিনু রুটিখণ্ড দানে,
কিছু সে খেল না, শুধু লেহন করিল হাতটিরে।"

* * *

এই সব কথা আরো কত কিছু সে তরুণ কবি
যৌবনের অহমিকা বশে শুধু করিল ঘোষণা,
হেরিল সে চারিদিকে ক্ষতি ভুল ব্যর্থতার ছবি,
তাহারা অজানা পথে দিবে তারে নব প্রবর্ত্তনা।

এ সব দৃষ্টান্ত নব শিক্ষার্থীর উৎসাহে নবীন
চক্ষে তার দেখা দেয় দ্বিগুণিত অতিরঞ্জনায়,
সমুজ্জ্বল তুলিরেখাটানে সে যে আঁকে অনুদিন
শিশুরূপী ছদ্মবেশী সুকুমার নিজ দেবতায়।

কারে বলে পরাজয় জানে সে তা পরিণাম সহ,
আপনি অপরাজিত জানে সে রহিবে চিরদিন,
পরাভব লাঞ্ছনা সে চক্ষে তব ধরে অহরহ
তোমার নিরীক্ষা তরে, আত্মজয়ে নিজে শঙ্কাহীন।

বিচার করিয়া দেখ, যৌবনের সরল বুদ্ধিতে
পারে কি সে বুঝিবারে পবনের বিলাপ-আরবে
তার সম লভেছে কি তিতিক্ষাও ক্ষমা নিজ চিতে,
বেদনার দীক্ষা লভি' যে প্রবীণ ফুটেছে নীরবে ?

নিদাঘ প্রত্যুষে এক চারিদিক্ নিস্তব্ধ যখন,
অজানা বিদেশে বসি যবে কবি ফুল্ল বনশ্রীরে

ক্ষণস্থায়ী সে অপূর্ব্ব ছায়ালোকে করে নিরীক্ষণ
উদার বিস্তার যার টলমল সাগরের তীরে,

হেন কালে দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে বনে পবন গুঞ্জন
মৃদুল মঞ্জুল অতি, ধীরে জাগি' বলে না কি তারে,
—"এ ভঙ্গুর রূপরেখা মাঝে সুখসীমার লিখন
হের লিখিয়াছে কাল, নশ্বরতা কে রুধিতে পারে ?"

যা ছিল তেমন আর থাকে না ত কিছু কোনোদিন,
আরো ভাল হ'তে পারে, তবু তাহা তেমনটি নয়।
চাই মোরা চিত্ত ভরি' রবে রূপ অম্লান নবীন,
'কভু নয়, কভু নয়' পবন মর্ম্মর শুধু কয়।

সহজ সরল সত্য প্রাচীন বেদনা এ ধরার,
এই সুরে বাঁধা হায় জীবনের উত্থান পতন।
জয়োল্লাসে জাগো তবে পরিবর্ত্তনের নাহি পার,
এ আত্মার মুক্তপক্ষ গুটাবে না কভু আমরণ।

জাগে মনে প্রশ্ন নব, অমোঘ ঘটনাবলি বলে
—'কিছু নয় চিরস্থায়ী।' পবনের বিলাপ মর্ম্মর
বলে তাই ; এ চুক্তি জীবন সনে করেছি সকলে,
ভবিষ্যের শিক্ষানবিশী কি ইহা ?—জানেন ঈশ্বর !

মোদের আত্মার করপুটতলে এই রেখাঙ্কন
নিতে যেন পারি লিখে, প্রজ্ঞাভরা কল্যাণের ঋক্,
থাক্ লিপি মুঠিমাঝে, তুলি ঢেউ আসুক মরণ
কাল সিন্ধু তলে রবে মৃত্যুঞ্জয় পুঁজি প্রাণাধিক্।

Reading a Book Under the Cliff.

প্রস্তর পরিখায়

হেমন্ত প্রভাতে আজি কাঁপিছে ভূধররাজি
যেন অট্টহাস্যভরে পুরাতন এই ধরণীর।
মেলি' অনাবৃত কায় সুখে রৌদ্র সে পোহায়,
চরণ আজানু জলে, কল্লোলিনী উল্লাসে অধীর।
আনমনে সে প্রাচীন রয় বসি' স্পন্দহীন,
ঝরণার কলতান শোনে যেন মধু স্বপ্নালসে।
অদূরে প্রস্তররাশি, কোথা হ'তে উড়ে আসি'
পাখী এক শিলাস্তূপে বসি' গান ধরিল হরষে।

বৃদ্ধ ধরা স্মিত মুখে ভাবে বসি' মনসুখে
নিখিলের সে রহস্য—সহজ সরল পুরাতন।
এ চির-পরীক্ষা ভবে উত্তীর্ণ যে হ'তে হবে
হাসিমুখে বুকভরা ব্যথাগুলি করি' নিবারণ।
যদি প্রণয়ের তুল্য প্রেমাস্পদ ধরে মূল্য,
সে প্রেম কল্যাণ-খণি জেনো তব, চির শুভঙ্কর ;
বেদনায় বেদনায় ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়,
সমুন্নত মহিমায় পদে পদে হও অগ্রসর।

Among the Rocks.

চিত্রফলক পার্শ্বে

“পাঁচ আঙুলে সব হাত সমান দেখিতে।”
কোন্ মূর্খ হেন কথা পারিল কহিতে !
এই হাতখানি শিল্পী রচিলেন যবে
বিধাতৃনির্দ্দেশবশে মথি’ প্রেমার্ণবে,
কি মাধুরী জেগেছিল অন্তরে তাঁহার,
ভাবিলে বিস্ময়ে চিত্ত ভরে যে আমার।
জানি না প্রেমের তত্ত্ব, সীমাবন্ধহারা
রহস্যে অতলস্পর্শ সাগরের পারা।
জানি শুধু ছোটো এই হাতখানি মাঝে
প্রেম তার কত শক্তি নৈপুণ্যে বিরাজে !
“সব হাত সমতুল, কোনো ভেদ নাই”
যে কহিল হেন কথা তারে যদি পাই,
প্রহর ভরিয়া আমি পারি যে দেখাতে
হাতটির চারি ধারে ঘুরি’ তার সাথে,
রূপরেখাবলয়িত কী মাধুরী ভরা
ক্ষুদ্র এই করপদ্ম ! আছে যেন ধরা
গতিবেগ সূক্ষ্ম এই রেখার বন্ধনে,
এখনি টুটিবে বুঝি শঙ্কা জাগে মনে !
এ মাটির হাতখানি দেখি আর আঁকি,
উপজয় কত জ্ঞান, প্রাণে ধ’রে রাখি।
আনন্দমুহূর্ত্তগুলি স্বর্ণরেণু সম
ঝরি’ ঝরি’ পড়ে যেন মুগ্ধচিত্তে মম।

খেয়াল জাগিল মনে, আলেখ্য-ফলকে
আগে এঁকেছিনু যাহা মুছিনু পলকে।
ইতিপূর্ব্বে সমাদরে এঁকেছিনু যারে
সে মাটির হাতখানি শুধু চুমিবারে
জাগিল বাসনা চিত্তে। ওষ্ঠাধরে মোর
কঠিনীরে ধরিলাম ; স্বপন-বিভোর
আত্মা মোর বুলাইল চুম্বন কেবল
সে মৃন্ময়কর 'পরে। প্রচেষ্টা বিফল
হ'ল যে অপূর্ব্ব শোভা খড়ি-রেখাঙ্কনে
অঙ্কিবারে, সেই স্থান আঁখির চুম্বনে
দিনু ভরি', প্রাণহীন অঙ্গুলির মুখে
যে মাধুরী ফুটিল না, চুমি তারে সুখে।

অমল মৃত্তিকা ছাঁচে ঢালা সে নিখুঁত
হাতখানি বর্ণিবারে বাণী পরাভূত।
কবে কোন্ প্রাণময়ী কমনীয় কর
রেখেছিল এই মৃত ছাঁচের ভিতর।
আঙ্‌লে রয়েছে আংটি ; ভাবি কল্পনায়
রাজার দুলালী কোন্ ছিল এ ধরায়,
শিল্পীর সম্রাট দেখা পেয়েছিল যার।
সে গর্ব্বিত সঙ্গীহীন দোসর তাহার
লভেছিল এ ধরায়। সে প্রতিভাশালী
তুলিতে আঁকিতে রূপ ব্যর্থ হ'ল খালি।
সূক্ষ্ম রূপরেখা টানি' পারেনি বাঁধিতে
রূপের হিল্লোলটিরে সীমাবন্ধনীতে।

দুরুদুরু হিয়া তার, রেখা-সীমানায়
অচল হয়েছে তুলি সন্ত্রাসে শঙ্কায়।
দেবোপম রূপদক্ষ বহুবর্ষ আগে
এ অধম সম শিক্ষা নব অনুরাগে
লভেছিল প্রাণ ভরি'। ছবি আঁকে যত
লভে নব অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা কত।
অচল নয়নে দেখে, শেখে আর আঁকে,
আঁকে শেখে আরবার, ভালবাসে তাকে।
আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলি রূপ-ঘনিমায়
মরমের অন্তস্তলে ঝরে ঝরণায়।
যে হস্ত পরাস্ত হায় করিল তাহার
সুনিপুণ শিল্পকলা, অঙ্গুলিতে তার
পরাল সে অঙ্গুরীয়। স্বপন খেয়ালে
দেখি যেন, চিত্রকর তাহারে পরালে
উদ্বাহের স্বর্ণগ্রন্থি ; অপূর্ব্ব বিবাহ !
ধরাপরে শিল্পী তরে ব্যর্থতার দাহ,
প্রেমের বৈকুণ্ঠে তার মধু পরিণয়,
চিরন্তনী বধূ সেথা কণ্ঠলগ্না রয়।

ক্ষুদ্র এই বালিকার রুক্ষ হাতটিরে
উপেক্ষা করিয়া আমি মাটির মূর্ত্তিরে
দিয়াছিনু উচ্চাসন। শিক্ষা লভিয়াছি,
রক্তমাংস নহে হেয় আজি বুঝিয়াছি।
রূপ ছাড়া কিছু আর নাই ওই হাতে
শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিরচিত ? যদি তুলিকাতে

অপটু আদর্শ তার আনিতে না পারে,
বর্ণরেখাঙ্কন-ত্রুটি যদি শুধিবারে
অসমর্থ হয় তবে শিল্পীচূড়ামণি
হেলাভরে হবেন কি বিমুখ অমনি ?
তাঁর বিদ্রূপের হাসি বাজে মোর কানে।
—"অর্ব্বাচীন আপনারে সঙ্গীহীন জানে,
তাই ভাবে তার শ্রেষ্ঠ রূপসী নিশ্চয়
সুদূর অতীত শুধু আলো করি' রয়,
কিম্বা সে ভুমিষ্ঠ কভু হয়নি ধরাতে
তাই সে দেখে না শোভা কৃষাণীর হাতে,
শ্রমরেখাঙ্কন-রুক্ষ কুৎসিত কঠোর,
'শিল্পচর্য্যা নিতান্তই পণ্ডশ্রম মোর'
কহে অকপটে। আমি বলি না সে কথা
তুলি মোর ভুল করি' যখন অযথা
রেখাঙ্কন টানিয়াছে, তাহারে অমনি
ফেলিয়া দিয়াছি আমি, দিন নাহি গণি
বর্ষ বর্ষ কাটায়েছি শুধু শিখিবারে
অস্থি মাংস পেশী স্নায়ু ত্বকের মাঝারে
রেখাবর্ণ-আলিপনা। মোর তুলি টানে
কেমনে ফুটাতে হবে দেহ তাহা জানে,
কি আবেগ মুখরিত করে অঙ্গ ভরি'।
চাষার কর্কশ হাতে তন্ন তন্ন করি'
দেখিবার শিখিবার কত তথ্য আছে,
প্রাণান্ত সাধনা ধন্য হয় তার কাছে।
এ ধরণী, এ সঙ্কীর্ণ পল অনুপল
কতটুকু দিবে বলো ত্রিদিবসম্বল,

স্বরগের দিব্য কান্তি ঐশ্বর্য্য মাধুরী ?
হেথায় অপূর্ণ যাহা লবে তাহা পূরি'
লোকান্তরে পরিপূর্ণ অখণ্ড আকারে।
কে তুমি সঙ্কীর্ণপ্রাণ, ন্যুব্জ নিজভারে
তোল হেন হাহাকার ?—শুধু ভালবাসি'
তৃপ্ত হ'তে হবে মোরে ? আমি যে প্রত্যাশী
লভিবারে প্রেম তার ভালবাসি যারে,
নতুবা জীবন ব্যর্থ এ শূন্য সংসারে।
নিভুক্ জীবনদীপ !' তার হাতখানি
সুতা কাটি' রুটি সেঁকি' করেছে কৃষাণী
নীরস কঠোর রুক্ষ শোভালেশহীন।
রূপ গেলে রহিল কি ? ভাবে অর্ব্বাচীন !"
যাও বালা, আশীর্ব্বাদ লয়ে শুষ্ক হাতে,
এবার লভিনু শিক্ষা, হবে না বুঝাতে।

Beside the Drawing Board.

তরীবক্ষে

কিছু নাই মোর, স্মরণে যা' রাখিবার,
ছিল না মাধুরী বচনে কভু আমার,
করি নাই কিছু তোমার মনের মত
চিত্ত ভরিয়া হেরিবে যা' অবিরত।
নিষ্কৃতি আমি দিলাম তোমারে তাই,
চলি' যাব দূরে, র'বে না কোনো বালাই।

তুষিনু তোমারে। মিনতি রাখ আমার,
দাও কিছু মোরে, ছিল যাহা দুজনার।
তোমার প্রাণের রুদ্ধ দুয়ারখানি,
যদি দাও খুলি' প্রণয়ের চাবী আনি'
দেখিবে তখন, সেই রূপ আমি ধরি,
তুমি যে শোভায় দিলে মোর আঁখি ভরি'।

বুঝিবে, তোমাতে আমাতে নাহিক ভেদ,
রূপহীনা বলি' রবে না আমার খেদ।
দুটি যব-কণা যথা যমজের সম,
অভিন্-হৃদয় তুমি যে তেমনি মম।
আদিকাল হ'তে তুমি আমি অবিভিন্,
জানি এ মিলন টুটিবে না কোনো দিন।

নিঃশেষে তুমি আমাতে রয়েছ মিশি' ;
আমিও তেমনি তোমার দিবস নিশি

ভরিতাম যদি,—যে আমি বাঁচি ও মরি,
তোমার একটি বচনে পরাণ ধরি,
—না জানি তা হ'লে কি হ'ত জীবনে মোর,
যেথা যাওনাক, অটুট রহিত ডোর।

এ কি বিস্ময়! স্মরিলে তুমি আমায়
সম্মুখে যেন দেখিতে পাই তোমায়!
সেই মুখখানি, সে ললাট উজ্জ্বল,
সেই আঁখি-তারা ফোটে যেন অবিরল!
দর্পণে যেন নিজেরে দেখিতে পাও,
'পরাণপ্রিয়া যে!' বলি' মোরে বুকে নাও।

যে প্রেম জীবন, জীবন যে প্রেম,—তায়
একটি কথায় দাও যে তুমি আমায়।
তোমার বচনে পরমায়ু মোর বাড়ে,
চিন্তায় তব ভরে বুক তোল্‌পাড়ে।
তোমার চরণচিহ্নটি পড়ে যেথা,
ফুল্ল হরষে ফোটে ফুলদল সেথা!

একটি কথায় একটি নয়নপাতে
প্রেমের পরশ কভু যদি এ হিয়াতে
বুলাতে, তা'হলে সেই কথা দিঠি মোরে
বাঁধিত বেড়িয়া শত-ফের যাদুডোরে।
স্বপনেও যদি শুনিতে পেতেম, হায়,
"আমি চাই যত, তেমনি সে মোরে চায়!"

রূপলেশহীন হও যদি মোর সম
হারায়ে তোমার রূপরাশি নিরুপম,
বল্কল সম বন্ধুর যদি হয়
দেহ তব, তবু জানিও সুনিশ্চয়,
আনিব না তাহা কভু দৃক্‌পাতে আমি,
প্রণয়-হরষে চেতনা হারাব, স্বামী !

On Deck.

মুলেকি

হোসেইন্ বেহুইন্, থাকে সে তাঁবুতে মরুপ্রান্তে !
কেউ বলে, 'বেটা চাষা,' কেহ বা,—'বেচারা দিনান্তে
পায়নাক-নুন্ রুটি' । এই সব ভিন্-গাঁর লোকে
বলে যবে হেলাভরে, পড়শীরা কয়, 'কভু ওকে
কৃপা বা ঘৃণার পাত্র ভেবোনাক ; নহে কভু নীচু
মাথা ওর । তুচ্ছ করে তাহাদেরে যারা আগুপিছু
ছুটাছুটি করে উটে সিকতায় মুকুতা কুড়াতে ;
ছোট মন, বিকিকিনি কড়াক্রান্তি হিসাব মিটাতে
গোণা দিন গুজ্রান্ করে যারা, ও তাদের চেয়ে
আছে সুখে আকাশের চাঁদ যেন বুক ভরে পেয়ে ;
সে অমূল্য নিধি ওর আঁধারে যে দিবালোক আনে,
অভাব কাহারে বলে সে দুর্গতি কভু নাহি জানে ।

সিনানের বংশধর, তবু জোৎজমা ওর ভাগ্যে
কিছু নাই, উট ভেড়া ঘর বাড়ী যার থাকে থাক্গে ।
ছিল সবি এককালে, সব গেছে শোণিতের ঋণ
শুধিবারে । জাত ভাই সবে মিলি হ'ল দণ্ডাধীন
কুল-বৈরী হত্যা অপরাধে যবে, প্রায়শ্চিত্ত তার
হ'ল শেষে জরিমানা দিয়া উট দশটি হাজার !
শুধাও হোসেনে যদি, বলিব সে কি দিবে উত্তর ?
"সকলি আল্লার মর্জ্জি, তাঁর দান হ'ল হস্তান্তর

আমাদেরি হাত দিয়া। স্বষ্টির প্রারম্ভ হতে কভু
আমার অশ্বিনী তুল্য অতুলনা তুরগীর প্রভু
কে আছে এ তুনিয়ায় ? মুল্‌কি মোর মুকুতার সেরা,
সোণা চাঁদি জহরৎ জমি-জমা নিক্ অপরেরা।”

হোসেইন্ হাসে গর্ব্বে তৃণজ্ঞান করি’ ধন মান,
নহে তাহা বৃথা গর্ব্ব জানি আমি, মুলেকি সমান
অশ্বিনী কোথাও নাই এতবড় এ ধরণী মাঝে।
ঘোড়দৌড়ে প্রথমা সে, শীর্ষস্থানে সদাই বিরাজে।
শুনি কথা ভিন্‌গাঁর লোকে বলে ‘মুকুতা’র তরে
থাকে থাক্ গর্ব্ব তার, করুণা অথবা ঘৃণাভরে
তাহারে করি না হেলা। কিন্তু সীবানের বেটা তুল্
যথার্থই কৃপা ও ঘৃণার পাত্র নাহি তায় ভুল !
হোসেনের শুভাদৃষ্টে হিংসানলে পুড়ে সে যে মরে,
নিভিবে না সে আগুন যত দিন দেহে প্রাণ ধরে।
কবির বয়েদে আছে—“ইতরের ভাগ্যে ভেড়া উট,
মুক্তারাণী মুলেকির খুরে বাদ্‌শা রাখেন মুকুট।”
সীবানের বেটা তুল্ দড়বড়ি অশ্বপৃষ্ঠে আসে,
বাঁধিল সে ঘোড়া তার হোসেনের শিবিরের পাশে।
কহে ধীরে, “বড় তুঃখে আছ ভাই, আজি এ গোলাম
ঘুচাবে তুর্গতি তব মুক্ত হস্তে। চক্ষে দেখিলাম
যে তুর্দ্দশা শুনি তব লোকমুখে। সকলেই বলে
তুমি লভেছিলে ‘মুক্তা’ একশত উটের বদলে।
সে মূল্য অন্যায্য নয়, তবু আমি একটি হাজার
উট দিতে রাজি আছি বিনিময়ে তোমার মুক্তার।

হোসেইন্ বলে তারে,—"আস্তাবলে বাঁধা আছে তব
শ্রেষ্ঠ অশ্ব বহুতর, মুল্‌কি মোর নয়নবল্লভ।
তোমার হাজার উট থাক্ তব, দেখো চোখ ভরি,
আমার নয়ন-তারা মুক্তা র'বে তাঁবু আলো করি।"

আবার আসিল হুল্ হোসেনের কাছে বৎসরান্তে।
কহিল—"এবার মোরে বিবিজান্ পাঠায়েছে আন্‌তে
মুলেকিরে ; আর্‌জি তার, দয়া করি ঘোটকীরে যদি
কর তুমি ভিক্ষা দান, কৃতজ্ঞতাপাশে চিরদিন
রহিবে সে। একমাত্র পুত্র তার মুলেকির লাগি'
ছাড়িয়াছে অন্নপান, বুঝিবা সে জীবন তেয়াগি'
কবরে আশ্রয় লবে। তোমা সম দিল্‌দরিয়ার
যোগ্য দান খোদাতালা ভুলিবে না, সাতগুণ তার
পুরস্কার লভিবে যে অনুমাত্র নাহিক সংশয়।"
হোসেন্ কহিল ধীরে,—"আল্লা দেন্ তৈলের সঞ্চয়
প্রতি দীপে ; তৈল তব দীপে পুত্র, তেমনি মুক্তারে
লভেছি প্রদীপে মোর, তারে নিলে নিভাবে শিখারে।"

বছর ঘুরিল পুন, হুল্ আসি নিশীথ অাঁধারে
চুপি চুপি দাঁড়াইল হোসেনের তাঁবুর দুয়ারে।
এবার মৎলব তার চুরি করি লবে, মূল্য দিয়া
ভিক্ষা করি পারিল না লভিতে সে যাহারে জিনিয়া।
"শুনেছিনু সর্ব্বহারা, অন্নবস্ত্রাভাবে আধ্‌মরা,
অর্দ্ধেক সম্পত্তি মোর দিতে গিয়া লভিনু মস্করা !
লোকে বলে, বাদলের ধারা সম ঝরে দয়া তার,
বৃথা হাত পাতি' শুধু খোয়াইনু মান আপনার।

অতিথির তরে নাকি বধ করি আপনার অশ্ব
ভূরিভোজে তৃপ্ত করি সবাকার হয়েছে নমস্ত।
দুটি বাইজির গান শুনি হেন বিগলিত প্রাণ,
আপনার আল্‌খাল্লা দু'খানা করিয়া করে দান!"

"আপন ইজ্জৎ ভুলি' বিবি আর পুত্র লাগি ভিক্ষা
করিলাম নিরর্থক। দিব এবে সমুচিত শিক্ষা
ইমাম্‌বাড়ার নামে শপথ করিনু আমি আজি,
প্রক্ষালন করিব না কভু এই শ্মশ্রুকেশরাজি
মুলেকি মুকুতাটিরে যতদিন না পাই কবলে,
মূল্যে ছলে করায়ত্ত হ'ল না যা'—লভিব তা' বলে।
মুলেকিরে হারাইলে বলেছিল বাঁচিবে না প্রাণে,
মরুক্ মরিবে যদি। অগ্রসর হই সাবধানে।
ফোকরেতে চোখ রাখি' পা টিপিয়া রুধিয়া নিঃশ্বাস
দেখি, কোথা কোন্‌খানে মুক্তা সনে করে রাত্রিবাস।
যা শুনেছি সত্য বটে, গোয়েন্দার কথা মিথ্যা নয়,
হোসেন ঘুমায় সুখে পাশে তার মুল্‌কি বাঁধা রয়।"

"অশ্বিনীর বল্‌গাটিরে তিনবার মণিবন্ধ 'পরে
জড়ায়ে রেখেছে বাঁধি'! ফুটা দিয়া যতটুকু ঝরে
চন্দ্রালোক, সেই আব্‌ছায়া মাঝে বেশ দেখা যায়,
মুলেকির ছোট বোন্ বুহেশীও দাঁড়ায়ে ঘুমায়
বন্ধহীনা। দ্রুতগতি প্রায় তার দিদির সমান,
ছুটিবার কালে তবু অনুত্তীর্য্য রহে ব্যবধান
দোঁহা মাঝে। মুলেকি সে পুচ্ছভরে দামিনী ঝিলিক্
বুহেশীর মুখে হানি' পিছু রাখে একটি নিমিক্।

পাছে যদি পশে চোর সে শিবিরে মুক্তা হরিবারে,
হোসেইন্ বুহেশীর পিঠে জিন্ বাঁধিয়া তাহারে
প্রস্তুত করিয়া রাখে ছুটিবারে চোরের পশ্চাতে।
ছুটুক্ সে যত জোরে অনায়াসে পারিব পালাতে।"

কোনো পাতা না নাড়িয়া ঝোপের ভিতরে যথা ফণী
পাখীর কুলায়টিরে আক্রমণ করে, সে তেমনি
ঢুকিল তাঁবুর মাঝে, মুলেকিরে পরাইল জিন্,
প্রকোষ্ঠের গ্রন্থি-ডোর দিল কাটি। বন্ধনবিহীন,
পৃষ্ঠে হুল, ছিলা-মুক্ত শর সম ছুটিল মুলেকি।
নিমেষে উঠিল জাগি হোসেইন্। সর্ব্বনাশ এ কি!
উপাড়িল হৃৎপিণ্ড কে তাহার? ক্ষণমাত্র পরে
চড়ি' বুহেশীর পৃষ্ঠে ছুটিল সে ক্ষিপ্র বেগভরে।
অচিরে হেরিল ধূলিমেঘজালে চপলার প্রায়
তস্কর-বাহিত পথে উর্দ্ধশ্বাসে মুল্‌কি ছুটে যায়।
পার হয়ে এদ্‌দারাজ, এল্‌সাবান্ গিরিমালা 'পরে
পঁহুছায় যদি হুল্ মুক্তা যে লুকাবে চিরতরে!
বুহেশী নির্ঝর পারা লম্ফে লম্ফে ক্ষিপ্রবেগে ধায়,
আজি বুঝি অগ্রজারে হারাইবে প্রতিযোগিতায়!
মাঝে শুধু এক অশ্ব পরিমাণ মাত্র ব্যবধান,
মুলেকির গতিবেগ ধীরে ধীরে অপচীয়মান্!
অজানা সে আরোহীরে দুর্ব্বিসহ বোঝা সম লাগে,
জানে না সে কি কৌশলে মুলেকির ক্ষিপ্রবেগ জাগে।
পুচ্ছ তার এইবার বুহেশীর মুখে ও গ্রীবায়
চামর বুলায় যেন, হর্ষ-শঙ্কা উথলে হিয়ায়!

কোন্ পরমাদে হায় হোসেইন্ সহসা ফুকারে
মুকুতার মন্দগতি কী করিলে ক্ষিপ্র হ'তে পারে।
—"ওরে কুত্তা, আঁস্তাকুড়-জাদা, ওর ডান কানে হাত
রাখ্ শুধু একবার, বাম পৃষ্ঠে কর্ কশাঘাত।"

সুবুদ্ধির মত তুল্ তৎক্ষণাৎ করিল পালন
হোসেনের সে আদেশ, মুলেকিও করিল শ্রবণ
তাহার প্রভুর বাণী, বিধি যাহা তার চিরদিন।
এক লম্ফে দ্বিগুণিত করি' গতি শূন্যে হ'ল লীন।
ক্ষণতরে স্পন্দহীন হোসেইন্ শুধু চেয়ে রয়
সম্মুখের শূন্য পানে, মরুধূলি কুহেলিকাময়!
এমনি যে হতাশ্বাসে শ্মশানের যাত্রী শব পানে
মৃতের আত্মীয়বর্গ চেয়ে রয় আকুল নয়ানে।
অতঃপর বুহেশীরে ফিরাল সে মন্থর গতিতে,
ফিরিল শিবিরে তার অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে।
নিশিভোর কাঁদে একা বেদুইন্ ধূলায় গড়ায়ে,
বুহেশী নীরবে কাঁদে তার পানে গ্রীবাটি বাড়ায়ে।
আসিল প্রতিবেশীরা, এল তার জাতভাই যত,
বেন্নু-আসাদের দল এর্-রাশ্ হ'তে শত শত।
প্রশ্নোত্তরে হোসেইন্ আদ্যোপান্ত সকলি কহিল।
— কালসর্প সম তুল্ কেমনে তাঁবুতে প্রবেশিল,
কেমনে মর্কট সম মুক্তা-পৃষ্ঠে ছুটে সে পালায়,
বুহেশী কেমন করি' মুলেকির সাথে সাথে ধায়,
তার পর সে তস্কর জয়লাভ করিল কেমনে।
তখন সকলে মিলি বিদ্রূপে ও গালিবরিষণে

অতিষ্ঠ করিল তারে। উদ্দাম পাগল নাহি হ'লে
আপনার মৃত্যু-বাণ কেহ কি কখনো দেয় ব'লে ?
নিতান্ত যে অপোগণ্ড নীরবে থাকিতে সেও পারে,
মুলেকির তরে সেকি নারিল রুধিতে রসনারে !
যে মুক্তা বুকের ধন দিনে তার, নিশীথের প্রিয়া,
তাহারে হারাল শুধু হারাবার মন্ত্র ফুকারিয়া !
কাঁদিয়া হোসেন্ কয়,—"কি বলিছ ? হবে পরাজিত
মুক্তা মোর ? তোমরা কখনো তারে ভালবাসনিত !"

Muleykeh.

মিনতি

ফিরে চাও, দাও মোরে দাও শুধু বারেকের তরে
—ওই ঠোঁট, ওই আঁখি, শুভ্র ভাল , তাদের ভিতরে
একেবারে মিশে যাই ! একটি মাত্র দৃষ্টি অনিমিক
নিত্যকাল তরে মোরে পাকে পাকে জড়াইয়া দিক্ ।
সে আলোকে র'ব ঢাকা বাহিরে রহিবে অন্ধকার,
নির্ব্বিঘ্নে রহিব আমি চিরন্তন আবেষ্টনে তার ।
সব দুঃখ গেছি ভুলি', ভাবী দুঃখে নাহি আর ডরি,
নাই ভূত ভবিষ্যৎ, ফিরে চাও, দেখি আঁখি ভরি' ।

Eurydice to Orpheus.

কে ?

কোন্ পুরুষের প্রেম শ্রেয়,—এই লয়ে
তিন মহিলায় তর্ক ; একমত হয়ে
তিন জনে হ'ল স্থির,—যাহার বিচার
হ'বে শ্রেষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ, কন্দর্প তাহার
হবে চির-আজ্ঞাবহ। তিনে অতঃপর
সালিশির ভার দিল আচার্য্যের 'পর,
হোন্ বুড়া, তবু তিনি রসজ্ঞ প্রবীণ ;
অমনি বিচারাসনে হলেন আসীন।

প্রথমা কহিল ধীরে, "ভক্তি আছে যার
ভগবানে, তারপরে ভক্ত যে রাজার,
সে বিশ্বস্ত পুরুষের দাম্পত্য প্রণয়
নারীর আশ্রয়-ভূমি, টলিবার নয়।"

দ্বিতীয়া কহিল গর্ব্বে, "মহদিচ্ছা সনে
মহদনুষ্ঠান যার রয়েছে জীবনে
কর্ম্মনিষ্ঠ সেই নর উপাস্য নারীর।
সাধু নয়, ভক্ত নয়, আমি চাই বীর
দীর্ণ-বক্ষে যে আমার প্রেম-ভিক্ষা করে,
বিকাইতে পারি আমি শুধু তার তরে।

তৃতীয়ার উক্তি এই, "আমি চাই তারে
যার কেহ, কিছু নাই, নিতান্ত আমারে

চাহে যে অনন্যমনে ; যে বাহু বাড়ায়
মোর পানে, মোরে ধরি' বাঁচিবারে চায়,
প্রেমের বৈকুণ্ঠ যার রয়েছে আমাতে,
হোক্ হীন, কিছু আসে যায়নাক তা'তে,
সবার অবজ্ঞা তারে পঙ্ক লেপি' দিক্।
তুমি মোরে জয়মাল্য দিবে জানি ঠিক্।"

বৃদ্ধ বিপ্র উঠিলেন আসন ত্যজিয়া,
এক টিপ্ নস্য নাকে দিলেন গুঁজিয়া।
অতঃপর কহিলেন ধীরে টিকি নাড়ি'
মীমাংসা কেমনে বল করি তাড়াতাড়ি।
তথাপি পশ্চাৎপদ হব না কহিতে
যে সিদ্ধান্ত বিচারান্তে জাগিতেছে চিতে।
যে প্রণয়ী এক বই দুই নাহি জানে,
বুঝি বা গোবিন্দ তারে শ্রেষ্ঠ বলি মানে।

Which ?

গান

তোমরা তাহার প্রণয়ী নহত, বলত সত্য করি,
প্রেয়সী আমার নিকষিত হেম নহে কি অবনীতলে ?
ধরে এত রূপ এ ধরার 'পরে দেখেছ কি হেন পরী ?
আর এই চুল, দেখ একবার কুঞ্চিত কুন্তলে,
দেখেছ কি কভু অতুলন হেন সব চেয়ে মনোহর
যে কেশগুচ্ছ তুলিয়া ধরিনু দিব ছাড়ি ক্ষণপর ?

তোমরা যাহারা বাখানিতে রূপ জীবন করিলে শেষ,
রূপসন্ধানে এখানে সেখানে ঘুরেছ ধরণীময়
বারেকের তরে অচল নয়নে দেখ দেখি এই কেশ,
সত্য কহত, মোর রূপসীর অনুরূপা কভু হয় ?
দেখেছ কি কভু হেন কেশভার, এমন চিকণ কালো ?
সুখ্যাতি মোর আসেনা যে মুখে,—আমি যে বেসেছি ভালো !

Song.

চুম্বন

পতঙ্গের সন্ত্রস্ত চুম্বন
দাও মোরে আগে। সে যেমন
দ্বিধাকুল, তারি মত ইতস্তত করি'
আমার মুখের 'পরে সভয়ে সঞ্চরি'
দেখ খুঁজি' এ কুসুমকলিটি কেমনে
পাপ্‌ড়ি গুটায়ে মুখ ঢেকেছে গোপনে।
এদিক ওদিক তাই লঘু পদভরে
পরশ বুলায়ে দাও। কে আমার তরে
ফিরিছে নিঃশব্দে হেন আকুলি বিকুলি
বুঝি আগে, প্রস্ফুটিব পরে দ্বার খুলি'।

মৌমাছির চুমা এবে দাও,
অসঙ্কোচে আমারে ফুটাও।
দীপ্ত দ্বিপ্রহরে যথা পুষ্পবক্ষে অলি
পশে অনায়াসে যবে, চুম্বনে বিগলি'
কলিকা রুধিতে নারে হৃদয়-দুয়ার,
তেমনি জিনিয়া লও নিজ অধিকার।
যা ল'বার নিঃশেষিয়া লহ গো লুঠিয়া
নবোদ্ভিন্ন করি মোরে শতধা টুটিয়া।
ওই বুকে রাখি মাথা তোমারি অধীনা
ঘুমাবে নিশ্চিন্ত সুখে আতঙ্কবিহীনা।

From 'In a Gondola.'

অমোঘ প্রেম

সন্ধ্যা না হ'তে নামিল বাদলধারা,
মৌন পবন শ্বসিয়া জাগিয়া উঠি'
ভাঙে ঝাউশাখা, আক্রোশে দিশাহারা
হ্রদের বক্ষে খায় যেন লুটাপুটি,
বুঝি হিয়া মোর শতধা পড়িবে টুটি'।

ধীরে মোর ঘরে আসিল অভিসারিকা,
হিমহানা ঝড় রুধি' দিল অর্গলে,
অগ্নিকুণ্ডে জ্বালি' দিল হেমশিখা
মধুর আতপে দীপ্ত বহ্নি জ্বলে।
মেলি' কেশভার ফেলি সিক্তাঞ্চলে

মোর কাছে আসি' বসিল আমার পাশে।
ডাকিল আমায়, রহিনু নিরুত্তরে।
ভুজবন্ধনে বাঁধা পড়িবার আশে
রাখে হাতখানি মোর স্কন্ধের 'পরে,
কপোল আমার নমিয়া লুটায়ে পড়ে

বক্ষে তাহার, আবরণলেশহারা।
ডুবে গেনু আমি আলুলিত কেশদামে,
সোহাগের বাণী লাগিল সুধার পারা
আবেগে উথলি' বাধাভরে যেন থামে,
গর্ব্ব লাজের নিষেধের সংগ্রামে।

আকুল বাসনা কোনো মানা মানে না যে !
এই রজনীর মধুমিলনোৎসবে
প্রেম পাণ্ডুর ওই মুখ বুকে বাজে।
তবু হার মানি, বৃথা যুঝি' কি বা হবে,
ঝড়ঝঞ্ঝায় আসি' মোরে জিনি' লবে।

নিশ্চয় জেনো, হেরিনু নয়নে তার
হর্ষ গর্ব্ব, কোনো খেদ মনে নাই,
চায় সে আমারে পূজিবার অধিকার।
বিস্ময়াবেশে কী করিব ভাবি তাই,
তবু ভরা বুকে না জানি কি বল পাই !

ত্রিদিবের ফুল অমল অনাঘ্রাত,
এই লহমায় সে আমার সে আমার !
জানি কি করিব, দ্বিধা আর করি না ত
পেয়েছি নিশানা। দীর্ঘ সে কেশভার
তিনবার আমি কোমল কণ্ঠে তার

জড়ায়ে জড়ায়ে রচিলাম গলে ফাঁসি।
কোনো বেদনা সে পায় নাই আমি জানি।
মুদিত কমলে অলি যথা কারাবাসী
আঁখিতারা তার তেমনি যে অনুমানি।
নত পল্লব অতি সাবধানে টানি'

হেরি হাসিটুকু নীল আঁখি-তারকার।
গলদেশ হ'তে কেশের গ্রন্থি খুলি'
চুমিয়া চুমিয়া ফুটানু কপোলে তার
রক্তিম রাগ, মাথাটি নিলেম তুলি'
এই বুকে মোর, স্কন্ধে পড়িল ঢুলি'।

গোলাপের মত যেন রাঙা টুক্‌টুকে
হাসিভরা মুখ জয়শ্রী-গৌরবে,
কোনো অশান্তি নাই আর ওই বুকে
পেয়েছে সে চিরবাঞ্ছিত বল্লভে,
কোনো ব্যবধান রহিবে না আর ভবে।

সরলা সে বালা বোঝেনি কেমন ক'রে
একটি মাত্র বাসনা পূরিবে তার।
মোরা ছুজনায় বাঁধা আছি বাহুডোরে
সারা নিশিভোর অচল নির্ব্বিকার।
একটি কথাও মুখে নাই বিধাতার।

Porphyria's Lover.

লোকান্তরিতা

(মধ্যযুগের কথা)

দেয়ালে রয়েছে আঁকা দেখ চেয়ে চিত্রপটখানি,
জীবন্ত মূরতি যেন ; এ গৃহে ছিলেন উনি রাণী।
চিত্রকর সুষেণের তুলিকার অপূর্ব্ব সৃজন !
বস' হেথা। নীরবে দণ্ডায়মানা,—কর নিরীক্ষণ।
সুষেণের নাম কেন করিলাম ? শোন বলি তবে,
তোমার মতন যারা ওই মুখ দেখেছে নীরবে,
পারেনি শুধাতে মোরে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে অন্তরে
নেহারি' গহন স্নিগ্ধ দৃষ্টি ওই ফুল্ল আঁখি 'পরে,
প্রশ্নভরে মোর পানে চাহিয়াছে উৎসুক নয়নে,
(আমি ছাড়া আর কেহ খোলে না ত ছবির গুণ্ঠনে)
—"যাদুহানা এ চাহনি ও নয়নে কেমনে ফুটিল ?"
অবচনে হেন প্রশ্ন তোমা সম সবে করেছিল।
শোণিম পুলক-বিন্দু মোর তরে শুধু ফুটিতনা
কোমল কপোলে তার। চিত্রকর সুষেণ উন্মনা
কখনো বলিত যদি,—"আঁচলে ঢেকেছে হাতখানি,
অথবা—"কি রঙে হায় ফুটাব তুলির রেখা টানি'
রাণীর পেলব কণ্ঠে গোলাপের ওই রক্ত রাগ !"
—সৌজন্যের স্তুতি মাত্র,—অমনি যে কুঙ্কুম পরাগ
কে যেন মাখায়ে দিত ওই গালে ! বুঝি তার হিয়া
—কি বলিব ?—সহজেই উঠিত পুলকে উল্লম্ফিয়া।
যা কিছু পড়িত চক্ষে তাই তার লাগিত সুন্দর,
অবারিত সে দৃষ্টিতে ছিল না ত বাহির অন্দর,

সব যেন একাকার, ছিল না ক ইতর-বিশেষ।
আমার সোহাগ কিম্বা পশ্চিম দিগন্তে দিবাশেষ
অথবা ফুলের গুচ্ছ,—গায়ে-পড়া প্রীতি-উপহার
দিত যাহা আহাম্মক ভক্ত কোনো করিয়া উজাড়
মালঞ্চের সেরা ফুল, কিম্বা অশ্ব অমল ধবল
যার পৃষ্ঠে ভ্রমিত সে উদ্যানের নিভৃতে কেবল,
—সকলি লভিত তার নির্ব্বিচার মধু সম্বর্দ্ধনা,
অন্ততঃ আনিত ওই শুভ্র গণ্ডে রক্ত আলিম্পনা।
কী বদান্য ধন্যবাদ! সাধু বটে, তবু যা'কে তা'কে
বিতরিত মুক্তকণ্ঠে। অনায়াসে দিত সে আমাকে
সেই এক ধন্যবাদ; মোর দান—বহু শতাব্দীর
আভিজাত্যে দ্যুতিময় গরীয়ান্, চক্ষে সে রাণীর
ছিল যেন তুল্যমূল্য। হেন তুচ্ছ ত্রুটি পরমাদ
লক্ষ্য করি' কে বা বল' নিরর্থক তোলে বিসংবাদ?
ব্যাজ-স্তুতি করিবার শক্তি যদি থাকিত আমার
দিতাম বুঝায়ে তারে ব্যঙ্গচ্ছলে—"হেন ব্যবহার
নহে ঠিক সুশোভন, এটা ভুল, ওটা বাড়াবাড়ি।"
হয়ত সে আপনারে সামালিয়া নিত তাড়াতাড়ি,
অথবা তুলিত তর্ক, কিম্বা ঘাট মানিত হাসিয়া।
আমার মর্য্যাদা হানি হ'ত না কি ত্রুটি অন্বেষিয়া?
খুঁৎ ধরি নাই কভু, সে দুর্ম্মতি অযোগ্য আমার।
হেরিলে নিকটে মোরে মুখে হাসি ফুটিত তাহার,
সে সুলভ হাসিটুকু অনায়াসে যে কেহ লভিত।
ঘুচিলনা এ স্বভাব। দিনু আজ্ঞা, হল নির্ব্বাপিত
সব হাসি। ওই সে দাঁড়ায়ে আছে সেই হাসিমুখে!
ওঠ তবে, চল যাই, দেরী হয়ে গেল হেথা ঢুকে,

অপেক্ষা করিছে সবে নিম্ন কক্ষে। বলি আরবার,
যৌতুকের মাত্রা যেন যোগ্য হয় সম্ভ্রান্ত পিতার,
যদিও আমার চক্ষে লক্ষ্য তাঁর রূপসী কন্যাটি।
বড় দেরী হয়ে গেল, নিচে চল, বেলা গেল কাটি'।
ওই যে সিঁড়ির পাশে বরুণের মর্ম্মর মূরতি
দেখিতেছ, মকরের বল্‌গা ধরি' সম্বরিছে গতি,
বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী চন্দ্রভাল সুনিপুণ করে
গড়িয়াছে মূর্ত্তিটিরে বহুযত্নে শুধু মোর তরে।

My Last Duchess.

বীরবালক

তোমরা ত জান', ফরাসী আমরা কেমনে 'রাটিস্‌বন্‌'
অবরোধ করি' অদূরে শিবির গাড়ি'
ছিনু ওৎ-পাতি, ছোট পাহাড়ের চূড়ায় 'নাপোলিয়ন'
ছিলেন দাঁড়ায়ে, পদতলে বালিয়াড়ি।
উন্নত শির, যুগল পদের মাঝখানে ব্যবধান,
পিছনে মুষ্টিবদ্ধ পাণিদ্বয়,
—যেন দুর্ব্বহ মস্তক তাঁর পশ্চাতে রাখি' টান
চিন্তার ভারে পাষাণ ভাঙিয়া লয়।

হেন বিতর্ক বুঝি জাগে মনে,—"ফন্দি ফিকির মোর
গগনে উঠিয়া হবে বুঝি ধূলিসাৎ,
দুর্গ প্রাচীরে নায়ক 'নালেস্‌' যদি হন কম-জোর"—
অশ্বারোহণে ঠিক সে নিমেষে আসিল অকস্মাৎ
সৈনিক এক কামানের ধোঁয়া বিদারিয়া গতিভরে,
নাহি যতক্ষণ করিল সে আরোহণ
পাহাড়ের 'পরে, অশ্বের বেগ রুধিল না ক্ষণতরে,
থামিল চূড়ায় পঁহুছিল সে যখন।

নয়নে তাহার হাসি আনন্দ ঠিকরিয়া যেন পড়ে,
অশ্বের পাশে দাঁড়াল সে স্ফীত বুকে
ঘোড়ার ঘাড়ের কেশর তাহার মাথার সমুখে নড়ে।
বালক মাত্র! (চাপা ঠোঁটদুটি মুখে

সবলে নিবারি' রাখিয়াছে যেন রক্তের চলাচল।)
হঠাৎ দেখিলে পড়ে নাত চোখে কভু
—গুলি-চেরা বুক দুখানা হয়েছে মাঝখানে কি ফাটল!
ঊর্দ্ধমুখে সে দাঁড়ায়ে রয়েছে তবু!

"হে মোর রাজন্" কহিল বালক "বিধাতার করুণায়
তোমা লাগি মোরা জিনেছি রাটিস্‌বন্।
পুরী-চত্বরে সেনাধ্যক্ষ আছেন প্রতীক্ষায়,
অচিরে সেথায় যখন পদার্পণ
করিবেন প্রভু, হেরিবেন সেথা উড়িছে শ্যেনাঙ্কিত
বিজয় পতাকা, সে নিশান নিজ হাতে
পুঁতিয়াছি আমি, পূরিয়াছে মোর সাধ বহুবাঞ্ছিত।"
স্ফুরিল দামিনী সম্রাট্-আঁখিপাতে।

সে ক্ষণপ্রভা নিমেষের পরে করুণ কোমল হয়,
ঈগলীর চোখে অশ্রুল যবনিকা
নামে যথা, যবে আহত শাবক ধূলিপরে পড়ে' রয়।
"হয়েছ আহত?" সাহসীর অহমিকা
শুনি' সে প্রশ্ন সম্রাট্-মুখে করিল অস্বীকার
"না" বলিয়া,—পরে, "লভেছি মৃত্যুবাণ"
কহিল কেবল। স্নিগ্ধ হাসিটি ফুটিল নয়নে তার,
নৃপতি-চরণে নীরবে ত্যজিল প্রাণ।

Incident of the French Camp.

অন্তিমে

মৃত্যু ভয় ? মোর নয়। কুয়াশায় রুদ্ধকণ্ঠ নহি,
        কুজ্‌ঝটির ঝঞ্ঝাবাত সহি।
নামুক্ তুষার বৃষ্টি, মেঘমন্দ্র পশুক্ শ্রবণে
        নৈশঘোরে দুরন্ত পবনে,
যেথায় দাঁড়ায়ে আছে শত্রু মোর ঘাঁটি আগলিয়া
        উত্তীর্ণ হয়েছি সেথা গিয়া।
মূর্ত্তিমান্ মহাভয়ে নাহি ডরি, আমি শক্তিমান্,
        দৃঢ়পদে হব আগুয়ান্।
দীর্ঘযাত্রা হল শেষ উত্তরিনু ভূধর শিখরে
        পাষাণ প্রাকার খসি' পড়ে।
মাতিব দুর্ব্বার রণে জয়শ্রী লভিব অন্তে তার,
        বীর ভাগ্যে আছে পুরস্কার।
জন্মাবধি যোদ্ধা আমি, আজীবন যুঝিয়াছি রণে,
        শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি অন্তিম লগনে।
দিবনা মরণে কভু গুণ্ঠন বাঁধিতে চক্ষে মম,
        পালাব না কভু ভীরু সম।
অতীতের শূরবৃন্দ সনে আমি করিব বরণ
        স্ফীত বক্ষে বজ্রপ্রহরণ।
সংঘাতে অটল র'ব, থাক্ দুঃখ তমিস্রা তুহিন,
        আনন্দে শুধিব সর্ব্ব ঋণ।
অন্ধতম লহমার অবসানে নির্ভীকের তরে
        দুঃখ গ্লানি দিব্যদ্যুতি ধরে।

নিসর্গের ক্রোধানল প্রেতকণ্ঠে উন্মত্ত গর্জ্জন
অচিরে লভিবে নির্ব্বাপণ।
সে বিক্ষোভ স্তব্ধ করি' বেদনা ফুটিবে প্রশান্তিতে।
প্রাণময়ি, তুমি আচম্বিতে
ধরা দিবে বক্ষে মোর, বাহুপাশে বাঁধিব তোমারে,
আর সব দিব বিধাতারে।

Prospice.

বিজ্ঞপ্তি

স্তব্ধ অর্দ্ধরাত্রে যবে নিস্পন্দ রহিবে জাগরণে,
স্বপ্ন তব মোর লাগি' শব্দহীন পক্ষবিধূননে
উড়িয়া কি যাবে সেথা, মৃত্যু যেথা ভাবে মূঢ় নর
ধূলিলীন করিয়াছে মোরে, যার প্রেমের সাগর
বুকভরা তোমা তরে ; এত ভালবাসিতে যাহারে
সেই আমি ! আজিকে করুণাভরে স্মরিবে কি তারে ?

হায় এত ভালবাসা ছিল যেথা মাঝে দুজনার
সেথা এত ভুল বোঝা ! ছিল কভু সম্পর্ক আমার
তাহাদের সনে যারা তন্দ্রালস ঘৃণ্য কাপুরুষ
এ ধরায় ? লক্ষ্যহীন আশাহীন বাসনা-বেহুঁষ
সহায় সম্বলহারা ভেসেছি কি কভু দিবাযামী
কালস্রোতে ধ্বংসমুখে প্রিয়তম সে তোমার আমি ?

—যে আমি জীবনে কভু করি নাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
স্ফীতবক্ষে লক্ষ্যপানে চলিয়াছি, টলেনি চরণ,
হোক ঘনঘটা, মেঘ কাটিবে যে করিনি সংশয়,
স্বপনেও ভাবি নাই অন্যায়ের কভু হবে জয়,
হোক্ ব্যর্থ ন্যায় তবু ; উঠিব আবার পড়ি যদি,
জানিতাম বিফলতা দিবে জয়, জাগরণ নিদ্রার অবধি।

কর্ম্মরত মানবের মুখরিত দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
নয়ন দেখেনা যারে ডেকো তারে প্রফুল্ল অন্তরে।
অগ্রসর হ'তে তারে বোলো সদা, কিছু যেন তার
নাহি রয় পিছু পড়ি'। "প্রচেষ্টা ও সমৃদ্ধি অপার
লভ নিত্য"—বোলো তারে। দিও প্রবর্ত্তনা—"আগে ধাও,
যুদ্ধ করি' লভ সিদ্ধি হেথা যথা, তেমনি সেথাও।"

Epilogue to Asolando.

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] 17/1/65
5 [illegible]